

কণা



শ্রীহরিদাস ঘোষ, এম্ এ, বি এল

উকিল, হোসঙ্গাবাদ প্রণীত।



শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,

২০১, নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।



মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

CALCUTTA.—PRINTED BY H. L. AUDDY,
AT THE "CHAKRABURTTY MACHINE PRESS.
33/1, POTUATOLA LANE.

বিজ্ঞাপন।

জানুয়ারী হইতে মার্চ ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত আমি পীড়িত ও শয্যাগত ছিলাম। সেই সময়েই এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি রচনা করিবার অবকাশ পাই।

১৮৯৯ খৃঃ ১লা জানুয়ারী, আমার "বীণা" নামক কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। মান্যবর বঙ্গবাসী সম্পাদক, অমৃতবাজার সম্পাদক, মহাকবি হেমচন্দ্র, হনরেবল জজ গুরুদাস বাবু প্রভৃতি বঙ্গ সাহিত্যসেবী মহোদয়গণ আমার "বীণার" একবাক্যে প্রসংশা করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই আমি এই "কণা" গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি।

বঙ্গবাসীরা বঙ্গভাষার আদর জানেন না। তাহা জানিলে মহাকবি হেমচন্দ্রের কবিতাবলী দুই টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত না। তাহা জানিলে আর বঙ্গবাসী, বসুমতী প্রভৃতির সম্পাদকগণকে, প্রতি সপ্তাহে সুন্দর প্রবন্ধপূর্ণ পত্রিকা প্রকাশিত কারয়াও, আবার বাৎসরিক উপহার দিতে হইত না। একথা বলিতে লজ্জাও হয়, দুঃখও হয়। কিন্তু সত্য কথা অবশ্য বলিতে হইবে।

যাহারা (এরূপ সমালোচকের সংখ্যা অতি অল্প) অঙ্গুলীর মাপে মাপে অক্ষর গণনা করিয়া কবিতার গুণাগুণ

বিচার করে, এরূপ "Critic fly" দের জন্য এই কবিতা পুস্তক রচিত হয় নাই। এবং যাহারা কেবল দোষ দেখিতেই তৎপর এমন লোকের মতামতকে আমি গ্রাহ্য করি না। যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে দোষগুণ উভয়ই দেখিতে পান, তাঁহাদের সমালোচনা আমার শিরোধার্য্য।

গুণগ্রাহী সদাশয় সাহিত্যসেবীদিগের জন্যই, আমি এই পুস্তিকাখানি প্রণয়ণ করিলাম, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইতি ১লা জানুয়ারী ১৯০১।

শ্রীহরিদাস ঘোষ,
উকীল হোসেঙ্গাবাদ,
মধ্যপ্রদেশ।

সূচিপত্র

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

গল্প ও ছড়া।

কণা

সপ্তর্ষি মণ্ডল।

কেন হে গগন! বক্ষে প্রশ্নচিহ্ন আঁকা
রেতে রেতে কি সুধাও, নাহি পেয়ে দেখা
জীবনের গূঢ়ভেদ আমরা জানি না,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনা কিছুই মানি না।
আমাদেরো বক্ষে আঁকা প্রশ্নচিহ্ন রেখা,
লুকাইয়া রাখি তাই নাহি যায় দেখা!
তুমি কি অসীম নও, আছে তব সীমা,
অনন্ত দেবের তুমি জান কি মহিমা?
ভেবেছিনু হে গগন! তুমি বড় জ্ঞানী
বুঝেছি এখন, খালি মিথ্যা অভিমানী।

শূন্য কোথা পাবে পুণ্য, পাপ রাশি রাশি !
প্রশ্নচিহ্ন বুকে দেখে, পায় মোর হাসি।
কেউ বলে ওরা সপ্তর্ষি মণ্ডল বসি,
প্রশ্নচিহ্ন কেন ওই আকাশেতে কষি ?
সপ্তর্ষিমণ্ডল বুঝি পাইনি সন্ধান
প্রশ্নচিহ্ন এঁকে তাই করিতেছে ধ্যান।
এ ধ্যানের কোন কালে শেষ নাহি হবে,
চিরকাল প্রশ্নচিহ্ন আকাশেতে রবে !
সংশয়-সম্পূর্ণ মন, নাহিক বিশ্বাস,
কে পায় অনন্ত-অন্ত, ধূ ধূ ধূ হতাশ !

প্রদীপ।

আহা! কিবা মৃদুমৃদু প্রদীপটী জ্বলে
জ্বলে জ্বলে আর যেন কি জানি কি বলে?
ওই শিখ অনিমিখ নয়নেতে চায়
মনোভাব এ দীপের বোঝা বড় দায়।
না থাকিলে বায়ু, এর নাহি থাকে প্রাণ,
অধিক বহিলে বায়ু, তখনি নির্ব্বাণ।
জীবের সহিত এর ঐক্যতাত আছে,
নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে জীবগণ বাঁচে।
সে নিশ্বাস বৃদ্ধি পেলে ঊর্দ্ধশ্বাস হয়
তখনি জীবের নাশ, দেখ নিঃসংশয়।
যেই প্রাণ, সেই প্রাণে কেমনে যে নাশে
তাহার প্রমাণ ওই বারি ও বাতাসে।
কে বলে নির্জীব ওই জ্বলন্ত প্রদীপে?
অবুঝ অজ্ঞান নরে কেবা বুদ্ধি দিবে?
জীবিত না হ'ত যদি কেমনে জ্বলিত?
নিঃশব্দে নিগূঢ় কথা কেমনে বলিত?
তাই বলি মৃদুমৃদু প্রদীপটী জ্বলে
জ্বলে জ্বলে আর ওই কত কথা বলে।

লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে এক দীপ হ'তে
এর আলো কিন্তু নাহি কমে কোন মতে !
সকলে সমান আলো, একি অপরূপ
বুঝিতে পার কি কেহ ইহার স্বরূপ ?
উচ্চমুখে সদা থাকে, সদা উচ্চ ভাব
তেমনি জানিবে উচ্চ আত্মার স্বভাব।
অজ্ঞানী বিজ্ঞানী বলে সবি জড়ময়
আমি জানি যত জড় আত্মা ছাড়া নয় !
জড়েরও আছে গুণ, আত্মাই ত গুণ
বিজ্ঞানীরে বুঝাইতে কে আছে নিপুণ ?
আত্মার স্বরূপ তাই প্রদীপেরে বলি
এ সংসারে যাহা হের, আশ্চর্য্য সকলি !

দুর্ভিক্ষ।

(১৮৯৯-১৯০০)

শ্রাবণে না বহে ধারা কেন এ ধরায়
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মরে, ক্ষতি কি মরায় ?
প্রাণীভারে বুঝি ভারত হ'য়েছে ভারি
লক্ষ লক্ষ জীব নাশে, প্রকৃতি, বিচারি !
লোকে বলে পরমেশ দয়ার সাগর
একবিন্দু বারি নাই সে ঈশের ঘর ?
কি বল আস্তিক ওহে পণ্ডিত প্রধান
এ ঘোর বিপদে আজ কোথা ভগবান ?
পথে পথে কেঁদে কেঁদে ফিরিছে ভিখারী
চেয়ে দেখ লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী।
গগন না হ'ত শূন্য, ভাসিত ভারত
কি বক হে পাপপুণ্য ? মিছে মতামত !
মন্দ হ'লে নর দূষী, আ-মরি কি কথা !
ভাল হ'লে ভগবান সর্ব্ব শুভদাতা !
শিবের শিবত্ব গেছে, সকলি অশিব,
শবোপরি ডাকে শিবা, কার দোষ দিব ?

পশুপক্ষী পিপাসায় গেল কত ম'রে
কর্ম্ম ফলে এ শাসন, শাস্ত্রী বলে জোরে !
"কর্ম্মফল," "কর্ম্মফল," শুনিত কেবলি
কি গাছের এ কু-ফল দাও মোরে বলি !
মাটীর যতেক গাছ পশুপক্ষী নর
মাটীতে মিশাবে ওহে কিছুদিন পর !
ভাল মন্দ কারে বলে, কিবা ফলাফল ?
মুষ্টি অন্ন মানবের জীবন-সম্বল।
আত্মা আত্মা ব'লে ওই কোন শাস্ত্রী হাঁকে
কেউ না বোঝাতে পারে আত্মা বলে কাকে ?
আমি ত বুঝেছি সার, দেহ মাত্র সার
জীবনের সার কায় কেবলি আহার !
হেস না হে শাস্ত্রী তুমি তর্ক অবতার
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মরে দেখ অনাহার !
আবার ওই যে শুনি হাহাকার রব
অভাগা ভারত ভাগ্যে সকলি সম্ভব !
দুর্ভিক্ষ দারুণ দুঃখ, দু'বছর হ'ল,
এ দেশে আকাশে পুনঃ নাই কেন জল ?
অঙ্গ বঙ্গ গেল ভেসে, শুকাল এদেশ
ভারতবাসীর দুখ হবে নাকি শেষ ?
ওই শুন চারিদিকে উঠে হাহাকার
কাঁদিছে কাঙ্গালী ওই হাজার হাজার !

শুনরে কাঙ্গালী কাঁদে বিদরি গগন
পাষাণ গলিয়া যায় শুনি সে রোদন !
জেনেছি জেনেছি আমি নাহি দেবগণ
তা হ'লে কি নাহি হয় বৃষ্টি বরিষণ ?
কর্ম্ম দোষে ফলভোগ, শাস্ত্রে শুনি বলে
লক্ষ লক্ষ শিশু মরে ক্ষুধার অনলে !
পূর্ব্বজন্মকৃত পাপে ? হেন শাস্ত্রে ধিক্
পিপাসায় পশু মরে কেন মিমাংসিক ?
লক্ষ লক্ষ পশু মরে, চর্ম্ম স্তূপাকার
এমন সুখের দিন পাবে না চামার !
লক্ষ লক্ষ নর মরে, শ্মশানেতে আলো,
মানুষ মরিলে কারো হয় না কি ভাল ?
প্রকৃতি হইবে সুখী, কমিবে ত ভার
এত জীব কেন সৃষ্টি শেষেতে সংহার ?
খাদ্যের যোগাড় নাই, জীবের সৃজন,
প্রকৃতির একি রীতি ! নিঠুর ভীষণ !
অকাল মরণ কেন সৃজে ছিল বিধি ?
বিধির অবিধি আমি দেখি নিরবধি !
বিধাতার বিড়ম্বনা, দোষ দিব কায় ?
মাত মারে শিশু, সেত তত ডাকে মায় ?
জীবের জীবন ল'য়ে কি ঘোর তামাসা।
প্রকৃতির একি খেলা, জীবপ্রাণ-নাশা ?

মানি আমি জীবনের নাহি প্রয়োজন
তবে কেন মিছে সৃষ্টি হয় অকারণ ?
সৃজন করিয়া কেন পরেতে সংহার
এ যে ঘোর ছেলেখেলা, বোঝা বড় ভার।

দেখা শুনা।

কে জানে কি দেখি, আর কে জানে কি শুনি ?
দিন রাত দেখে শুনে, হই মহা গুণী।
কিছুই দেখি না, সত্য থাকি বটে চেয়ে,
কিছুই শুনি না, ওই দুই কাণ পেয়ে।
কিছুই বুঝি না, করি কত অহঙ্কার,
অজ্ঞানতাকূপে ডুবি করি হাহাকার।
ওই যে গোলাপ ফুল ক'রে আছে আলো
কাল কাল পাতা আর ডালগুলি কাল ;
কাল গাছে লাল ফুল ফুটিল কেমনে ?
বুঝিতে পার কি কেহ, ভেবে দেখ মনে !
যা দেখি সকলি, খালি দেখ ভাসাভাসা
কিছুই বুঝনা ভেদ, চর্ম্মচক্ষে চাষা !
চর্ম্মচক্ষু পেয়ে কিছু মর্ম্ম না বুঝিলে,
কর্ম্ম দোষে নিজধর্ম্ম * জলাঞ্জলি দিলে !
লক্ষ লক্ষ দ্রব্য দেখ, ঠিক যেন অন্ধ
জান না তাদের সনে তোমার সম্বন্ধ !
আপনার পর কিবা, নাহিক ঠিকানা
সংসারে সকল নর, খালি কালা কাণা।

* গুণ অর্থাৎ মনুষ্যত্ব।

সাগর।

হে সাগর! তুমি কভু নওত অসীম
মানবের চক্ষে কিন্তু অসীমপ্রতীম!
অসীম আভাস কিছু তোমাতেই পাই
আর ওই আকাশেতে, আর কোথা নাই।
অকুল সমুদ্র দেখে আকুল অন্তর
না দেখে তোমার সীমা পরাণ কতর!
চারিদিকে বারিরাশি খলি করে ধূ ধূ
স্তম্ভিত হৃদয় মন, খালি করে হু হু!
আকাশ সাগর মিলে সবি একাকার?
সীমাবদ্ধ হৃদয়ের উঠে হাহাকার!
মৃত্তিকার দেহ কাঁদে মৃত্তিকা কোথায়?
অকুল সাগর হেরে প্রাণ আকুলায়!
গভীরসাগর দেখে গম্ভীর হৃদয়
মানবহৃদয়ে কত ভাবের উদয়।
কত রত্ন এ সাগরে, এত রত্নাকর,
নিহিত সাগরগর্ব্বে চিরদিনতর!
প্রবাল মুকুতা আদি রত্ন লক্ষ লক্ষ
গভীর সাগরে কেন? জীবের অলক্ষ্য!
দরিদ্র মানব খুসী, পেয়ে ক্ষুদ্র খনি।
জানেনা সমুদ্রগর্ব্বে অগণিত মণি?

প্রবালঝটিকা বহে সাগর উপর
ক্ষুদ্র নরচিত ভয়ে কাঁপে থর থর !
উত্তাল তরঙ্গ উঠে পর্ব্বতের প্রায়
সাগর গগন মিলে, এক হয়ে যায়।
মেঘশূন্য আকাশের কিবা শোভা দেখি,
জ্বলিছে নক্ষত্ররাজি কিবা থাকি থাকি !
সাগরের গর্ত্ত হ'তে লম্ফ দিয়ে রবি
গগনে উদয়, হের আমরি কি ছবি !
লম্ফ দিয়ে ডুবি, রবি যায় অস্তাচলে
কে বলে নিশ্চল রবি, পৃথিবীই চলে !
দৃঢ় মাটী দেখে মন দৃঢ়ই কেবল,
দেখিলে সাগর, চিত নির্ম্মল কোমল !
না চাই দেখিতে আমি ধূলা আর বালি
সাগরেতে সন্তরণ, সাধ হয় খালি !
কত সুখী জলচর তৃষ্ণায় না মরে
হেরিতে সাগর মন সদা সাধ করে !
সাগরের কত গুণ বুঝেছে ইংরাজ,
তাই তারা সাগরেতে করিতেছে রাজ !
ধরণী কি ধরে ! সুধু গাছ আর পালা
জঙ্গল জঞ্জাল যত খালি চক্ষু জ্বালা !
উঁচু নিচু কাদা কিচে কদর্য্য সকলি
সুন্দর সাগর দেখে প্রাণ যায় গলি !

গ্রামে গ্রামে যাও, আর শুন হট্টগোল
সকলেই বকে যেন হয়েছে পাগল !
পশুপক্ষী কলরবে কাণে লাগে তালা
কাঠ মাটী পাথরেতে চক্ষে বাড়ে জ্বালা !
সাগরের কতগুণ একমুখে বলি
চঞ্চল নির্ম্মম জল, তরল তরলি !
ঢল ঢল ঢেউ কিবা করে টল টল
সাধ হয় ডুবে মরি, ম'রে হই জল !
অথবা অনন্ত কাল সাগরেতে ভাসি,
সাধে কিগো বিষ্ণু হন বটপত্র বাসী !
সাগরে ডুবিতে কিম্বা চাহিত ভাসিতে
স্থূল স্থলজ্ঞান আমি চাইত নাশিতে !
স্থলে আমি যাহা দেখি, সকলিত মাটী
নানারূপ ধরে বটে মাটী পরিপাটি !
পঞ্চভূত মধ্যে হয় জল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,
আগুণেতে অঙ্গ পোড়ে, হয় মহাকষ্ট !
নিজে পুড়ে মরে আর পোড়ায় সকলি
তার আর কিবা গুণ, দোষত কেবলি !
মাটীর যতেক গুণ, নামেতে প্রকাশ
সবি ম'রে হয় মাটী, দেখ বারমাস !
আকাশ কেবলি খালি, নাম মাত্র, শূন্য
নাহি তার দোষ গুণ, নাহি পাপ পুণ্য !

বায়ুত জীবের আয়ু নানাগুণ ধরে
বায়ু বারি হয় ভিন্ন, মূর্খে মনে করে !
বায়ুর বিষম দোষ, দেখা নাহি যায়,
আছে কি না আছে, শুধু জান মাত্র গায় !
শীতল সলিল সম কিবা আছে স্থলে
সাগর সমান বল কি আছে ভূতলে !

শব্দ ।

শুনি শব্দ, শুনি গোল, শুনি কোলাহল
শব্দময় এ সংসারে, শব্দই কেবল !
শব্দব্যাপ্ত এ ব্রহ্মাণ্ড নাহিক সংশয়
নাহিক নিস্তব্ধ স্থান, খোঁজ সমুদয় !
কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ গায় গান
কেউ কয় কত কথা নাহিক প্রমাণ ।
শুধুই মানুষ কেন, দেখ জীব যত
কিচিমিচি, কাকাকুকু করিছে নিয়ত ।
পল্লী ছেড়ে একবার যাই যদি বনে
কাণে লাগে তালা ওই ঝিঁ ঝিঁ রব শুনে ।
আছেত নির্জ্জন স্থান, নিয়ত নিস্তব্ধ,
যখন যেখানে যাও, খালি শুন শব্দ ।
সাধ হয় শুনে শুনে, হইগো বধির
তাতেও নাহিক সুখ, তাতেও অধীর ।
শব্দ ব্রহ্ম তাই বুঝি হিন্দুশাস্ত্রে কয়
সর্ব্বত্র ব্রহ্মাণ্ড ওহে সদা শব্দময় ।
আকাশেতে বজ্রাঘাত, সাগরে তরঙ্গ
হের হে সর্ব্বত্র ওই শবদের রঙ্গ ।
বায়ু বহে ঘোর শব্দে শুনিবারে পাই
নির্জীব নিস্তব্ধ স্থান কোথাও ত নাই !

জীব ছেড়ে দেখ ওই কত শত জড়
কেউ করে সোঁ সোঁ আর কেউ কড় মড়।
কড় মড় গড় গড় হুড় হুড় ধ্বনি
কেবলিত শব্দ শুনি দিবসরজনী।
চিত যবে হয় ওহে চিন্তানিমগন
কার সাধ হয় শব্দ করিতে শ্রবণ।
শোকাচ্ছন্ন নর যবে কিম্বা রোগাক্রান্ত
ভাল লাগে সে সময়ে প্রকৃতি প্রশান্ত।
কোলাহল হলাহল সম হয় জ্ঞান
ভাল লাগে খালি নিঃশব্দ নিস্তব্ধ স্থান।
যোগীজনে এক মনে করে যার ধ্যান,
অনাহত ধ্বনি শুনে কত শত ভাণ।
কভু বা মধুর বাঁশী কোথা যেন বাজে
কভু বজ্রধ্বনি যেন গগণেতে গাজে।
তাই বলি কোন স্থান শব্দ শূন্য নাই
শব্দই শুনিতে জন্ম পেয়েছি সবাই।

পর্ব্বৎ।

উচ্চশির মহাকায় ওই শৃঙ্গধর
ধরা নাহি ধরে শোভা বিনা ধরাধর!
ভারত কেমন শোভে পেয়ে হিমালয়
মধ্যে বিন্ধ্যাচল যেন মেখলার প্রায়!
দক্ষিণে দুঘাট কিবা দেখ দুই পাশে
হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা পর্ব্বতেতে নাশে!
পর্ব্বতবিহীন দেশ দেখিতে কেমন
কুচশূন্য কামিনীরা দেখিতে যেমন।
ইতালিতে আল্পস্ আর রুশেতে আল্টাই
আণ্ডিসেতে আমেরিকা শোভিছে সদাই।
সমতল দেশ হয় দেখিতে কুৎসিত
উচ্চভাব নাহি ধরে মানবের চিত।
অহঙ্কারে নরহৃদি স্বাভাবিক পূর্ণ
দেখিলে পর্ব্বৎ হয় অহঙ্কার চূর্ণ!
আজ কাল অহঙ্কার বড় বাড়াবাড়ি,
পর্ব্বৎ কাটিয়া চ'লে যায় রেলগাড়ি।
প্রকৃতির অপমান! কাটিছে পর্ব্বৎ
বেঁধে ফ্যালে নদনদী, আর কব কত?
সমতল দেশবাসী নহে বলবান,
সুদৃঢ় পর্ব্বৎবাসী প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

নেপালেতে গুর্খা আর পঞ্জাবেতে শিখ
মহাবীর দুই জাতি সাহসী নির্ভীক !
পর্ব্বৎ হইতে নদ নদীর জনম,
পর্ব্বতের উপত্যকা গ্রীষ্মে সুখাশ্রম !
কত পশু পক্ষী করে পর্ব্বতেতে বাস
নানাজাতি তরুলতা পর্ব্বতে বিকাশ !
শ্বেত নীল রক্তবর্ণ পর্ব্বত বিরাজে
পর্ব্বত প্রস্তর লাগে মনুষ্যের কাযে !
নির্ম্মল মর্ম্মর কিবা মিলে জয়পুরে
হেরিলে ধবল রূপ মনমলা দূরে !
নীলগিরি কিবা শোভে আহা নীলিমায়
দেখরে ধবলগিরি গগন সীমায় !
তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ নেত্র তৃপ্তিকর
কোথায় এমন আছে ভুবন ভিতর !
আগনেয় গিরি করে অগ্নি উদগীরণ
ধাতুধূম ভস্মরাশি দৃশ্য কি ভীষণ !
সমতল দেশ শোভা ওই নদনদী
না থাকিত, না রহিত পর্ব্বৎ যদি !
পবিত্র কবিত্বপূর্ণ পার্ব্বতীয় দেশ
কৈলাসেতে তাই বাস করেন মহেশ ।
পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি করি আরোহণ
দেখ দেখি কিবা শোভা মন বিমোহন !

সাধে কিগো বর্ষে বর্ষে আল্পসে লোকে যায়
কত লোক গিয়ে সেথা পরাণ হারায় !
হেরিবারে শোভা বল কেবা নাহি চায়
ক্ষতি কি তাহাতে যদি পরাণ হারায় !
শৃঙ্গ শিরে সূর্য্য শোভে, নীচে মেঘ কাল
স্বভাবের শোভা হেরে নয়ন জুড়াল !
শ্বেত কাঁতি বকপাঁতি উড়ে মেঘ পাশে
দর্শকের মনমুগ্ধ অসীম উল্লাসে !
নিশিযোগে চন্দ্রালোকে অন্য শোভা ধরে
ভয়ে ও বিস্ময়ে মন কেমনি যে করে !
কোন শৃঙ্গোপরি হ'তে নির্ঝর প্রপাত
ঘোর শব্দে পড়ে বারি, হেরি অকস্মাৎ !
পর্ব্বতের গুহা দেখে মনে হেন হয়
প্রকৃতির পার্ব্বতীয় জীবের আশ্রয় !
অথবা নিভৃত স্থান সৃজিয়াছে বিধি,
যোগী জনে এক মনে রবে নিরবধি !
পর্ব্বৎ তরঙ্গ দেখ পৃথিবী উপরে
সাগর তরঙ্গ কিরে এত শোভা ধরে ?
সাগর তরঙ্গে দেখ কেবলিত জল
এ তরঙ্গে কত রঙ্গ কতই কৌশল।
পল্লী ছেড়ে পর্ব্বতেতে থাকি বারমাস,
নিভৃত নির্জ্জন, সদা পর্ব্বতেতে বাস

ভিখারী।

কেন দ্বারে দ্বারে
ডাকিস্‌রে কারে ?
জানিস্‌ নাকি সবে তোরে ঘৃণা করে

তৃণবৎ তোরে
সবে মনে করে
পরিধান ছিন্নবাস, অন্ন নাই উদরে।

কেন দ্বারে দ্বারে
হায় ! অভাগারে
কেন ঘুরে মরিস্‌ ধনীর ঘরে ঘরে ?

কে শুনে রোদন
হৃদয় বেদন
কাঁদে কি কাহারো প্রাণ ওরে তোর তরে ?

কেন দ্বারে দ্বারে
যাস্‌ বারে বারে
জানিস্‌ না কি পরে কি কেউ স্নেহ করে ?

তোরা লক্ষ লক্ষ
দেশেতে দুর্ভিক্ষ
কোথা পাবে, কেবা দিবে, দেবে কেন পরে ?

তুই কি মানব ?
ঘৃণা করে সব
নাহি দয়া মায়া আর মানব অন্তরে !

কেন দ্বারে দ্বারে
পূর্ণ করি হাহাকারে
দেখে তোর দুখ কেমনেরে প্রাণ ধরে !

দেখে তোর দুখ
কাঁদো কাঁদো মুখ
যে হয় মানুষ তার হৃদয় বিদরে।

শোন্ দুখী ভাই
মানুষ ত নাই
তোর দুখ দেখে কারো অশ্রু নাহি ঝরে।

কেঁদোনা কেঁদোনা,
হৃদয় বেদনা
হায় ! অন্তরের দুখ রাখ অন্তরে !

ক্ষুধা জর জর
তৃষ্ণায় কাতর
শীর্ণ কলেবর, মুখে বাক্য নাহি সরে,

ভারতভিখারী
কোটী নরনারী
দুখের বারতা, হায়! অন্ন বিনা মরে।

সঙ্গীত।

সঙ্গীত শ্রবণসুধা স্বরগে কি ছিল ?
খুঁজে খুঁজে বিধি বুঝি এক নিধি দিল !
শোক-রোগ-দুখ-ভরা সংসার সৃজিয়া
এই নিধি, দিল বিধি, রাছিয়া বাছিয়া !
ধরার নাহিক নিধি, গীতি সমতুল,
তাই গানে প্রাণ টানে, করয়ে আকুল !
শুধুই মানুষ কেন ? কত জীব গায়
শুধু নয় জীবগণ, জড় সমুদায় !
কুল কুল গায় কিবা সাগর, সরিৎ
শুন শুন সলিলের গান সুললিত !
বল দেখি, বন-পাখি ! কে শিখায় গান
কে শিখায় তাল, আর কে শিখায় তান ?
পাখীর কাকলি শুনি যুড়ায় শ্রবণ,
তাই বুঝি বনবাসী যত ঋষিগণ ?
কে জানে কি বুলি ওই বুলবুলি বলে ?
শুনিলে মধুর স্বর মন যায় গ'লে।
বুঝিতে পারিনে বটে সে মধুর গান
তবুত সে সুধাস্বরে মাতায় গো প্রাণ !
কুহরে কোকিল কিবা কুহু কুহু স্বরে
আনন্দলহরী খেলে প্রাণের ভিতরে।

পিউ পিউ পাপীয়ার কি মধুর বোল,
হৃদয় মাঝারে উঠে হরষ হিল্লোল !
গায়ক যখন গায় মিলইয়াতান।
সকলি ভুলিয়া যাই, হারাই গো প্রাণ !
বাদ্যযন্ত্র যবে বাজে মধুর মধুর
নেশাতে উন্মত্ত যেন প্রাণ হয় চুর !
কি লিখিব, কি লিখিব লেখনী ত হারে,
বরণিতে সে সুখের সঙ্গীত সুধারে।
সুধাধারা অন্তরেতে দেয় যেন ঢালি,
সাধে কি বাজাত বাঁশী ব্রজে বনমালী ?
কাঁদাইতে, হাসাইতে মাতাইতে পারে
সঙ্গীতের সম সুধা কি আছে সংসারে ?
মোহিত মানবমন সঙ্গীত শ্রবণে
অবনী অমরাবতী সঙ্গীতের গুণে।

মেঘ।

নাহি কবি কালিদাস, কার হবে দূত ?
তোমার মহিমা, ওহে ! নিতান্ত অদ্ভুত !
দেশে দেশে যাও আর ঢাল কত জল,
তোমার জীবনে হয় জীবের মঙ্গল !
সকলের মিত্র, তবু আছে তব অরি
পবন তোমার শত্রু, গুরু-গর্ব্ব ভরি !
জীবের সহায় তুমি সদা অনুকুল
তোমা হ'তে জন্মে শস্য জীবপ্রাণমূল !
বরষাতে হও তুমি আকাশে উদয়,
গ্রীষ্মকালে রবি যবে নিতান্ত নিদয়,
আবরি রবির ছবি, তুমি তাপ হর
ক্ষণে ক্ষণে তুমি ওহে ! কতরূপ ধর !
কত পশুপক্ষীরূপ আকাশেতে আঁকো
এক ভাবে হে নীরদ ! নিমেষ না থাক !
কখন না থাক স্থির, চ'লে যাও খালি
কখনো উড়িয়া যাও জল ঢালি ঢালি।
কত ছবি দেয় রবি, কত শোভা, শশী,
কত খেলা খেল তুমি আকাশেতে বসি !
তুমিই কাঁদিলে দেখি জীবের মঙ্গল
তুমি হাস, জীববক্ষে ভাসে অশ্রুজল !

তুমিই কাঁদিলে যদি সবে হয় সুখী
কাঁদিতে কি বাধা তবে, মোরে বল দেখি !
কারো দুখে কারো সুখ সততই হয়
প্রকৃতির এই রীতি, দেখি বিশ্বময় !
কিবা শোভা পায় তব ও তরল তনু
সপ্তবর্ণ সুরঞ্জিত কিবা ইন্দ্রধনু !
সিঁদুরের রঙ মেখে কভু কর আলো
বৈদ্যুতিক অগ্নি কিবা মাঝে মাঝে জ্বালো
কভু কর গড় গড় রব ভয়ঙ্কর
যত প্রাণী প্রাণ ভয়ে কাঁপে থর থর !
কভু বা করকাবৃষ্টি বরখার কালে
শীলাখণ্ডে আচ্ছাদিত কর ধরাতলে !
কভু বা নিদয় অতি, নাহি ঢাল জল
কৃষকের চক্ষে বারি বহে অবিরল !
কোন দেশ যায় ভেসে তোমার প্রভাবে,
বারিবিন্দু নাহি কোথা তোমার অভাবে !
তরল সরল কিন্তু স্বভাব তোমার
তুমিই জীবের হও জীবন আধার !
আকাশ দেবতা নয়, তুমিই দেবতা
জগতে জীবের সত্য, তুমি মাতা পিতা !
তরুহীন মরুভূমি হ'ত ধরাতল
পিপাসাকাতর নর মরিত সকল !

তোমার যতেক গুণ বাখানিতে নারি
না বহিত নদ নদী বিনা তব বারি !
রূপেগুণে সমতুল তুমি হে পর্জন্য
সকলের উপকারী, তুমি হও ধন্য !
তোমার রূপের আমি কি বর্ণন করি
জানিত রসকিন*আমি রসহীন হরি !
বাদল তোমার নাম না জানি কে দিল
উপযুক্ত নাম বুঝি, খুঁজে না মিলিল ?
নামে কিবা কাজ ? তুমি গুণ অবতার
জীবনের ব্রত তব পর উপকার !
লোকে বলে পোড়া রবি সূর্য্যনারায়ণ,
নারায়ণ সত্য তুমি নরের জীবন !
ওহে মেঘ তব পদে করি প্রণিপাত
ভারতের সুখদুখ তোমারিত হাত !
সাগরেতে তব জন্ম, গগনেতে গতি
আরাধ্য দেবতা জেনে করি হে প্রণতি

---

* Ruskin.

সময়।

অনন্তের অবচ্ছেদ কভু কি হে হয় ?
কেমনে বলিব তবে আছয়ে সময় ?
রাত্রি দিবা সময়ের দেখি দুই ভাগ
অনন্ত বিভক্ত হয়, এ কেমন বাক্ ?
দিনে দেখি রবি আর রাত্রিতে নক্ষত্র,
সময়ের এই দুই চিহ্ন আছে মাত্র।
কোথাও ছ মাস রাত ক্রমান্বয়ে রয়
বল কি প্রমাণ সেথা আছয়ে সময় ?
ঘটিকাতে দেখি বটে সময় বিভাগে ?
সময় কি আছে কিছু, বুঝাওত আগে।
চল, বল, খাও, দাও, বল হ'ল বেলা,
এক মনে কর কাজ না করিয়া হেলা,
মনোযোগ দিয়া যদি কোন কাজ কর,
সময় চলিয়া যায় বুজিতে না পার।
দুখের দিন নাহি যায়, সকলেই জানে
সময়ের নাহি স্থির, আছে কোন্‌খানে ?
মান্দ্রাজেতে বাজে দশ, বীরভূমে বার
সময় কাহাকে বলে, মনেতে বিচার।
আমেরিকায় রাত আর দিন এসিয়ায়
সময় আছয়ে কোথা, কেবলি কথায়।

সময়ের আছে দেখি আরো অবচ্ছেদ,
শীত গ্রীষ্ম ঋতু, আদি কতই প্রভেদ!
কোন দেশে ছয় ঋতু, কোন দেশে তিন
সময়ের ঠিক করা বড়ই কঠিন!
অনন্ত সময়, এর খণ্ড কি সম্ভবে?
দিবা, রাত্রি, ঋতু, মাস, কেন বল তবে?
সময় কিছুই নাই, মানবের মনে
কত কি সৃজিছে নর, আপনার গুণে!
আপনার জাল নর আপনিই বাঁধে
সেই জালে বদ্ধ হয়ে আপনিই কাঁদে!
এদিকে অনন্ত কাল নাহি তার সীমা,
অনন্তে বিভক্ত কর, আ মরি মহিমা!
নদ নদী সনে কভু করত তুলনা
কোথায় সময়? শুধু মনের কল্পনা।
তাই বলি মিছে আর বলোনা আমায়
সময়ের হয় কভু ব্যয় অপব্যয়!
তাই বলি অনন্তের কেন কর খণ্ড
বর্ষ, মাস, দিন, রাত, ঘণ্টা আর দণ্ড!
দিনরাত ভাগ ক'রে মন নহে তুষ্ট
পল অনুপল চাই, হায় রে অদৃষ্ট।
থাকি কাজে, ঘড়ী বাজে, বাজে কত বার
সময় সময় ক'রে বোকোনা রে আর!

সময় সময় কর, সময় অনন্ত
নাহি বুঝে মিছে বক ওরে মন ভ্রান্ত !
কিছুকাল পরে সবে কালেতে মিশিব
অনন্ত সে কাল, তার "কিছু" কোথা পাব ?
অজ্ঞান মানুষ ! কেন বকে মিছে কথা
বোঝে না অথচ বকে দেখিত সর্ব্বথা !
কেউ বলে স্থলে হয় ও কালের জ্ঞান
স্থুল স্থলে হয় কি হে কালের প্রমাণ ?
কাল ত কিছুই নয়, কাল খালি মনে,
মন যে কিরূপ তাহা বলিব কেমনে ?
অপরূপ মন বল ধরে কোন রূপ ?
কিছুরই ত হায় ! মোরা জানি না স্বরূপ !
মনে মনে করি কিন্তু কত অহঙ্কার
পাগল মানব সত্য, পাগল কে আর ?
কত কথা বলে কিন্তু বোঝেনা ত অর্থ
ভাসা ভাসা ভুল বুঝে, ছি ছি অপদার্থ।

অহিংসা।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম হিন্দু শাস্ত্রে কয়,
শত শত জীবাহারী জীব কেন রয় ?
মৃগে বধে ব্যাঘ্র আর ভেকে সর্প খায়,
জীবহিংসা কেন পাপ বলত আমায় ?
ছোট মৎস্যে খায় বড় সকলেই জানে
ছোট বড় মৎস্য খায় কত নরগণে !
জীব নাশ কর যদি আহারের তরে
প্রকৃতি করে না মানা, শাস্ত্রে মানা করে !
নাহি জানি, জৈনে কেন জীবহিংসা ডরে
রাত্রে উপবাস, দিনেতে আহার করে !
দেখিতে না পেয়ে পাছে জীব খায় রেতে
একাশন জৈনগণ, বুদ্ধির দোষেতে !
কত যে অদৃশ্য জীব নিত্য নাশ করি
জীবে জীব করে নাশ, দেখে দুখে মরি।
ওই দুষ্ট জ্যেষ্ঠী দেখ ঘুরিছে প্রাচীরে
ছোট ছোট পোকা ধ'রে খায় ধীরে ধীরে।
ছোট জীব জন্মে, যেতে বড় জীব পেটে
তাদের যাতনা দেখে প্রাণ যায় ফেটে !
প্রকৃতির একি রীতি নিঠুর নিদয়,
হইতে উদরসাৎ কেন জন্ম লয় ?

পণ্ডিতে জিজ্ঞাস যদি ইহার কারণ
"কর্ম্মফল," "কর্ম্মফল" তাঁদের বচন।
সাধে কি শ্মশান বলি সসাগরা ধরা
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড দেখ জীব-শব ভরা।
রোগেতে মানুষ মরে কিম্বা অপঘাতে
বরঞ্চ সহিতে পারি, নাই দুখ তাতে!
জীব জন্মে জীব পেটে চ'লে যায় ছি ছি!
কেন তবে তার জন্ম হয় মিছামিছি!
জীব হ'য়ে জীবোদরে, ভয়ঙ্কর কথা
অভক্তি প্রকৃতি প্রতি হয় ত সর্ব্বথা!
সাধে কি গো হিন্দু পূজে ভয়ে দেবী কালী!
জীবধ্বংস, জীবনাশ, জগতেতে খালি!
কি দোষ নরের তবে যদি জীব খায়
নর শুধু কেন পাপী, বল না আমায়?
অহিংসা হইত যদি স্বভাবের ধর্ম্ম
তবে আমি বুঝিতাম সে কথার মর্ম্ম।
অন্য জীবে খাবে জীব, খাবে না মানুষে
অন্যজীবে যা করিবে, কেহ নাহি দূষে?
মানুষের আছে জ্ঞান এই কথা শুনি
মানুষেরি পাপপুণ্য বলে ঋষিমুনি।
না জেনে ত খাই জীব দেখিতে না পেয়ে
পাপী সবে কোটী কোটী কীটাণুকে খেয়ে!

বিশ্বের নিয়ম বোঝা মনুষ্যের কর্ম্ম ?
কে জানে অধর্ম্ম কিসে, কিসে হয় ধর্ম্ম
ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের এ কি হ'লো দায়
পাপভাগী মানুষেরা কথায় কথায়।
না থাকিত ক্ষুদ্রবুদ্ধি তবে হ'ত ভাল
বুদ্ধি পেয়ে মনুষ্যের ভাঙ্গিল কপাল।

ভারত-ভিখারী।

মোরা ভারত ভিখারী
লক্ষ লক্ষ নরনারী
চলে যাই সারি সারি
আর চলিতে না পারি
কতই কাঁদিব, কাঁদিতে পারি না আর

যে যাতনা অনাহারে
ধনী কি জানিতে পারে ?
যাতনা জানাব কারে
কি জানাব বিধাতারে
বিধাতা বধির, খালি করি হাহাকার।

মোরা ক্ষুধায় আতুর
আর যাব কত দূর ?
পথে প্রস্তর প্রচুর
হায় ! বিধাতা নিঠুর !
অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া, অস্থি চর্ম্ম সার,

ছিল ধনধান্য ভরা
ছিল ভারত উর্ব্বরা,
মিছে অহঙ্কার করা
জীবন থাকিতে মরা
বহিতে পরিনা আর জীবনের ভার !

আগে ছিল ঋতু ছয়
ভারতেতে ক্রমান্বয়,
আর বরষা না হয়,
অস্তমিত অভ্যুদয়,
মরিছে ভারতবাসী ক্ষুধা পিপাসায়,

প্রকৃতিত প্রতিকুল,
যা কর সকলি ভুল,
কেবা কি করিতে পারে ?
প্রকৃতিত প্রাণে মারে,
প্রকৃতির সনে রণে জেতা বড় দায় !

দুর্ভিক্ষেতে নাহি মরি;
ওলাউঠা ভয়ঙ্করী
আছে ত বসন্ত বৈরী
আর ওই মহামারী,
তাই বলি ভারতের হবে বুঝি লয় !

সোণার ভারতভূমি
হবে এবে মরু ভূমি
বাঁচাতে পার কি তুমি ?
ও হে ভারতের স্বামী !
কর না কতই চেষ্টা সবি বৃথা হয়।

একি ওহে সেই দেশ,
ছিল না সুখের শেষ
এবে ভিখারিণী বেশ
হায় ! কোথা পরমেশ ?
ভারত-আরত বার্ত্তা কি বলিব আর,

দেশে দেশে নাম ছিল
কত বীর এসেছিল
তারা ভারতে লুটিল
আর সে নাম ঘুচিল
হইয়াছে এবে ইংরাজের অধিকার !

আমাদের রাজা ধনী
মোরা কারে নাহি গণি
ছিছি ! একি কথা শুনি
ভিক্ষা দিবে জারমণি
আর নাকি দিবে ভিক্ষা শুনি নানা দেশ।

ছিছি! শুনি মরি লাজে
থাকি ইংরাজের রাজে
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সাজে!
এ কথা যে প্রাণে বাজে,
কপালেতে এই ছিল, এ অসীম ক্লেশ!

পর দেশে ভিক্ষা চাই
ছিছি! লাজে ম'রে যাই
মোদের কি রাজা নাই
ভিক্ষা পাই ঠাঁই ঠাঁই
ভিক্ষা দিবে আমেরিকা আর অষ্ট্রেলিয়া

মোরা করিগো বড়াই,
ইংরাজ সমান নাই,
তাই মনে দুখ পাই
ইংরাজের ধন নাই
দিতে ভারত ভিখারী, মাগো ভিক্টোরিয়া

দিন দিন মোরা ক্ষীণ
কাঁদি খালি রাত্রি দিন,
দেবতারা দয়াহীন!
ওগো মোরা অতি দীন
কপালেতে এত দুখ আর নাহি সয়,

অন্নপূর্ণা কেন পূজি,
অন্ন বিনা প্রাণ ত্যজি,
দেব দেবী কোথা আজি ?
সকলেই মৃত বুঝি
তবে আর আমাদের মরিতে কি ভয় ?

অন্য রাজা ধন দান
লাগে বিষের সমান,
তোমাদেরো অপমান
আমাদেরো অপমান,
চাই না বলদবীজ, চাই না কম্বল,

রাজা প্রজা এক প্রাণ
নাহি মান অপমান
পরে করে ভিক্ষা দান,
ভিখারীর অভিমান !
বালকের মত খালি ক্রন্দন সম্বল !

জীবন মরণ ভার
জেনো ইংরাজ তোমার
কেন যাব পর দ্বার ?
নিয়েছ ভারত ভার !
দুখ ভারে এ ভারত করে টলমল,

মোরা ভারত-ভিখারী
চ'লে যাই সারি সারি
লক্ষ লক্ষ নর নারী
আর চলিতে না পারি
কাঁদিয়ে আকুল চক্ষে জল অবিরল।

তরু ও তৃণ।

অবনী উপরে কেন শোভে তরুলতা ?
আছে ত জীবন, কেন কয় না'ক কথা ?
কেন ফুলে, কেন ফলে, কিসের কারণ ?
এক স্থানে থাকে স্থির, দেখ আজীবন।
মূলে করে রসপান, ভুলেও চলে না
হেলে দোলে, হাসে নাচে, কিছুই বলে না।
কারো দেখি খালি ফুল, হয়নাক ফল
শাখা নিয়ে কেউ সুখী, পাতাই কেবল !
নানা জাতি ভাঁতি ভাঁতি লতা আর তরু
না থাকিত তারা যদি, ধরা হ'ত মরু !
জীবের নাহিক সংখ্যা, সংখ্যা আছে কার ?
তরু লতা বিরাজিত অসংখ্য প্রকার।
অগণিত গুল্মলতা নরের ঔষধি
নর উপকারী তরু দেখ নিরবধি।
শুধুই নরেরে কেন, পালে জীব কত
আছয়ে উদ্ভিদজীবী জীব শত শত।
ওষধির ফল হয় নরের আধার
কত রূপে করে তরু নর উপকার।

গোধূম তণ্ডুল আর শস্য শত শত
ওষধি হইতে জন্মে দেখত নিয়ত !
ঘাস কত প্রাণ ধ'রে শুকাইয়া যায়
জীব খাদ্য যোগাইয়া, প্রাণ বাহিরায় !
পর উপকার তরে প্রাণ পরিত্যাগ
নিজ জীবনেতে নাই কোন অনুরাগ !
ফুল হেরে মানবের মন পুলকিত
ফুল ফুটে শুধু কিরে মানবের হিত ?
কত অলি প্রজাপতি পুষ্প মধু খায়
অন্ধ নরগণ ভুলে দেখেনাত তায় !
ভাবে ফুল, ফল জল, তারি তরে সৃষ্ট
দর্পভরে ভাবে সেই সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ !
সুরস কতই ফল নরের আহার
দিন রাত খায় নর কতই খাবার !
ছাড়ে নাত লতা পাতা, তারে বলে শাক
খাই খাই শুন সদা মানুষের ডাক।
মানুষ করেত ঘৃণা যত তৃণদলে
সেই কথা শুনি মোর প্রাণ যায় জ্ব'লে।
মানুষেরা "তৃণবৎ মন্যতে জগৎ"
জানিনা মানব কিসে হইল মহৎ।
তৃণ কি সামান্য এত ঘৃণা যারে করে
তৃণ কাছে চিরঋণী দেখি সব নরে।

তৃণ হয় গাভী খাদ্য, যার দুগ্ধপানে
অপোগণ্ড শিশু সব বেঁচে থাকে প্রাণে।
তৃণ বীজ খেয়ে এত করে অহঙ্কার
তৃণ কাছে যেই ঋণী কি পদার্থ তার ?
তৃণ কাছে যত ঋণী, এত কার কাছে ?
নর উপকারী হেন আর কিবা আছে ?
তৃণেরে ক'র'না ঘৃণা, ওরে অকৃতজ্ঞ।
তোমা চেয়ে তৃণ বড়, জেনো নর অজ্ঞ !
তোমার উপরে তৃণ কভু না নির্ভরে
তুচ্ছ করে নর যারে, তারি বিনা মরে।
পশু পক্ষী প্রাণী কত পালিত তৃণেতে
আবদ্ধ অসংখ্য জীব তৃণের ঋণেতে।
তৃণ ত্যজি দ্রুম প্রতি দৃষ্টি যদি কর
তরু কত উপকারী, দেখ দেখি নর।
কাষ্ঠেতে নির্ম্মাণ কর ঘর আর দ্বার
কাষ্ঠের সামগ্রী কত কর ব্যবহার।
তরুরও আছে প্রাণ ভাবনাত ভুলে,
স্বার্থপর হ'য়ে তুমি জন্মেছ ভূতলে !
পশু পক্ষী লক্ষ লক্ষ নাহি প্রাণ ধরে
তা হ'লে কেমনে দিতে তোমার উদরে ?
নড়ে, চড়ে, যায় উড়ে, কত বুলি বলে
তাদের নাহিক প্রাণ, বলহে কি ব'লে ?

কত বলবান পশু কত বুদ্ধি ধরে
তাদেরো নাহিক প্রাণ মূর্খে মনে করে।
তরুরও নাহিক প্রাণ, ভাবছে মানব
তোমারি হে আছে প্রাণ, স্বার্থপর সব।
সুন্দর অরণ্য কর, কেটে তুমি কাঠ,
মরুভূমি প্রায় আর তরুহীন মাঠ।
ফলিছে তাহার ফল নাহি হয় বৃষ্টি
সৃষ্টি সংহারিতে তুমি হইয়াছ সৃষ্টি!
খাও ফুল, খাও ফল, ফেল গাছ কেটে
লুটিলে ত সব সৃষ্টি, মানব বোম্বেটে।
বাড়িতেছ দিনে দিনে যেন পঙ্গপাল,
খেয়ে খেয়ে ভুষ্যিনাশ করিলেত ভাল!
নানা রোগ দিলে বিধি দেখে বংশ বৃদ্ধি
বিধির বাসনা তবু হয়নাত সিদ্ধি!
সকলিত খেলে ওহে ছাড়িবে কি মাটী?
পশু পক্ষ প্রাণী কত খেলে কাটি কাটি।
শস্য উদরেতে ভস্ম, কত ফুল ফল
লবণাক্ত ব'লে ত্যক্ত সমুদ্রের জল।
জলচর, স্থলচর আর উভচর
তোমার উদর ভয়ে কাঁপে থর থর।
কে জানে কখন্ তুমি কাহারে নাশিবে?
কে জানে কখন্ তুমি কাহারে গ্রাসিবে?

তোমার উদর দেখে সবে কাঁপে ত্রাসে
তোমারে গিলিবে ব'লে মাটী কিন্তু হাসে।
অত বাড় বেড়ো নাহে দয়া মায়া রেখো
খেতে খেতে একবার মাটী পানে দেখো !
কাহারো জীবন নাই করিয়াছ মনে
পশু পক্ষী তরুলতা যে আছে যেখানে।
তুমিই জীবের শ্রেষ্ঠ, কর অহঙ্কার,
রাক্ষসেরে কেন দূষি ? রাক্ষস কে আর ?
যে তোমারে পালে তুমি তারে মার লাথি
ঢেঁকি কলে ধান ভান, অকৃতজ্ঞ জাতি !
গোধূম চাকিতে তুমি ফেল খুব পিসে
ড'লে ড'লে রুটী কর, কত থেসে থেসে !
আগে আছড়াও, পরে আগুণে পোড়াও
তবে তুমি ভাল ক'রে পেট ভ'রে খাও।
জীবে কর বধ, পরে টুক্‌রা টুক্‌রা কর
তার পরে আগুণেতে ভাল ক'রে ধর।
কারে কর সিদ্ধ পোড়া, কারে ভাজা ভাজা
ভেবেছ জীবের তুমি হও ওহে রাজা।
করহে রাজত্ব তুমি কিছুদিন তরে,
রাজা প্রজা এক ঠাঁই কিছুদিন পরে।
মাটি হবে ওহে রাজা, পুড়ে হবে ছাই
আর না করিবে তুমি খালি "খাই খাই।"

চূর্ণ জীর্ণ হাড় হবে, গ'লে যাবে মাস।
মাটীতে মিশায়ে রবে, মাটীতেই বাস।
হাসিবে হে পশু পক্ষী আর লতা বৃক্ষ
হাসিবেহে দৈত্যদাণা আর যক্ষ রক্ষ!
কতই হাসিবে ফুল আর তরু লতা
কোথা রবে অহঙ্কার, কবে নাক কথা।
অভিমানী অহঙ্কারী, তুমি হে মানব!
কোথা রবে তুমি, আর তোমার গৌরব?
তৃণ ব'লে অপমান কর তুমি যারে
সেই তৃণ গজাইবে তোমার শরীরে।

অগ্নি

নির্গুণ আগুণে কেবা এই নাম দিলে
আগুণের কোন গুণ খুঁজিয়া না মিলে।
দুনিয়ার যত দ্রব্য সকলি পোড়ায়
লুকাইতে নিজ দোষ কতই ধোঁয়ায়।
যত দ্রব্য ধর তুমি আগুণের আগে
তখনি পোড়ায়ে ফেলে কি বিষম রাগে।
রেগে সদা লাল আর কাঁপে থর থর
মুহূর্ত্তে পোড়াতে পারে সব চরাচর।
পোড়ায় সকল দ্রব্য, রাগে আর হাসে
মনে মনে কত সাধ এ ব্রহ্মাণ্ডে নাশে।
সুবুদ্ধি মানুষ করে কেমন বন্ধন
লাগায় আপন কাযে, করায় রন্ধন।
চালায় কতই কল আগুণের বলে
বুদ্ধিতে নরের বশ হয়ত সকলে।
পঞ্চভূত মানবের দাসত্ব স্বীকারে
ধন্যরে মানব তোরে বলি বারে বারে।
এক মাত্র শত্রু এর আছে মাত্র বারি
অগ্নি কিন্তু শত্রু হন দেখিত সবারি।

জল ঢেলে দিলে হয় তখনি নির্ব্বাণ
পরম সহায় বায়ু আগুণের প্রাণ।
যারে ছোঁয় তারে করে তখনি ত ছাই
এমন পাতকী আর দ্বিতীয়ত নাই।
পারসীরা বার মাস অগ্নি পূজা করে
কি গুণ আগুণে দেখে? দোষ দেখে ডরে
সাক্ষাৎ শমন ওই নির্গুণ আগুণ
নিমেষেতে ভস্মরাশি করিতে নিপুণ।
কৃপা করি কভু কভু দেয় বটে আলো,
চাই না অমন কৃপা, অন্ধকার ভাল!
যার আঁচে জীবগণ প্রাণে নাহি বাঁচে
তাহার সমান আর নিঠুর কে আছে?
সবি করে ছাই আর সততই হাসে
কিবা গুণ বল তার সর্ব্ব দ্রব্য নাশে!
নাশিয়ে জীবেরে যেবা পারে হাসিবারে
নিদয় তাহার সম কে আছে সংসারে?
পাবক তোমার নাম না জানি কে দিল?
ভস্ম ক'রে ভাল নাম তোমারে মিলিল!
ওই দেখ পাবকের পবন সহায়
একে করে সব ভস্ম, অপরে উড়ায়।
সকলের সখা ওই দেখিত পবন
কারো সখা অগ্নি ওহে নহে কদাচন!

নির্গুণ আগুণ গুণি আর কত বলি
স্মরিলে যাহার নাম প্রাণ যায় জ্বলি !
যেখানে আগুণ দেখি, ঢেলে দিই জল
আগুণ নির্ব্বাণ হয় চাইত কেবল।
আগুণ না হ'য়ে নাম হইত অগুণ
তা হ'লেই ঠিক হ'ত বলি পুনঃ পুনঃ।

পবন।

সকল সময়ে তব সর্ব্বস্থানে স্থিতি
পেয়েছ তবেত তুমি নাম সদাগতি।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে তব কি প্রশান্ত ভাব
ঘোরতর ঝড় বহ, প্রচণ্ড প্রভাব!
সমুদ্রে উঠাও ঢেউ, ডুবাও জাহাজ,
সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান তোমারিত রাজ!
সর্ব্বত্র না থাকে অগ্নি, নাহি থাকে জল
সতত সর্ব্বত্র থাক, তুমিই কেবল।
অগ্নি জল নয়নেতে দেখিতে ত পাই
অদৃশ্য হইয়া থাক, তুমিই সদাই।
জলের জীবন নাম বৃথা দেয় লোকে
বারি বিনা জীব প্রাণ কিছুক্ষণ থাকে।
তুমি না থাকিলে জীব ক্ষণেক না বাঁচে
হেন জীব-উপকারী আর কেবা আছে?
গুপ্তভাবে উপকার, উদার প্রকৃতি
অলক্ষ্যেতে কর তুমি, ওহে সদাগতি!
প্রাণনাম পেয়েছ হে তুমিই যথার্থ,
পর উপকারে তব নাহি কোন স্বার্থ।
কভু বহ মৃদু মৃদু চুম্বি চারুফুলে
লতা পাতা নাড়ে মাথা কিবা দুলে দুলে!

কভু বা প্রবল বেগে ভাঙ্গ ঘর বাড়ী
দূরে ফেল দৃঢ় দ্রুম, শিকড় উপাড়ি !
সে যে উপদ্রব, জীব-স্বাস্থ্যের কারণ
ভাবি ভাল ভেবে, আমি না করি বারণ।
ফুর ফুর বহ যবে মলয় অচলে,
সুখ সেব্য তব স্পর্শ কপালেতে মেলে !
মলয় আলয় বুঝি এত লাগে ভাল
হিমালয়ে কর বাস, হয় শীতকাল !
অথবা আবাস স্থল কোথায় তোমার ?
সদাগতি হয় যেই, বাস কোথা তার ?
এত নয় বারি, বদ্ধ রবে এক স্থানে,
নাহিক চরণ তবু চল রাত্রি দিনে !
নিজে কভু নও ক্লান্ত, ক্লান্তি দূর কর
ধন্য পর-উপকারী, ভুবন ভিতর !
ওয়ে বায়ু ! জীব আয়ু ! আমি ক্ষুদ্র জীব
তোমার তুলনা আমি কার সনে দিব ?
চিরকাল সর্ব্বস্থানে হও তুমি স্থিত,
জীবন তোমার, সাধিতে পরের হিত।
তোমার বর্ণন ওহে মম সাধ্যাতীত
তোমার মহিমা ওহে ব্রহ্মাণ্ড বিদিত।
পর উপকারী যেই, সে কি কিছু চায় ?
পর উপকার সম কি আছে ধরায় ?

রামফল।

এ দেশেতে এক জন ছিল রামফল,
দেশশুদ্ধ লোক তারে বলিত পাগল।
সদাই হাসিত সেত মুখে মেখে কাদা
মন তার ছিল বটে বড় সিধে সাদা !
পয়সা হাতে দিলে পরে অম্নি দিত ফেলে
কুড়াইয়া নিত যত দুধারের ছেলে।
কে নয় পাগল ? আমি মনে তাই ভাবি
পাগলের এত মেলা, পাগলিত সবি !
খাব, নেব, দেব, সব পাগলের কথা
কেবা জানে ভবিষ্যৎ ! বকা সব বৃথা।
কেবা জানে কিবা হবে মূহূর্ত্তেক পরে
কেউত জানে না আজ বাঁচে কিম্বা মরে !
তবে কেন ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাটানি
এখনি মরিতে পারি মনে যদি জানি !
কালই মরিবে কেউ, মনে কিন্তু করে
দশ লক্ষ টাকা পাব দশ মাস পরে !
কেউ লয় জমী পাট্টা লিখে দশ শাল
ভুলেও ভাবে না, হয়ত মরিবে সে কাল।

কেউ পোঁতে কত গাছ ফল খাবে ব'লে
ভুলেও ভাবে না সেত কাল যাবে চ'লে।
পাগল কাহারে বলে ? ফলেনা ত গাছে
মানুষের মত আর পাগল কে আছে ?
সকলে পাগল এই পৃথিবীর মাঝে
তাহার প্রমাণ দেখ সকলের কাযে !
সকলেই বলে আমি পরমেশে মানি,
জ্ঞানের অতীত কিন্তু তাও আমি জানি।
দেশে দেশে দেখ কত ধর্ম্ম সম্প্রদায়
একে করে অন্যে ঘৃণা এযে বড় দায়।
ক্যাথলিক ছিল কত পোপদেব শিষ্য
কত প্রটেষ্টাণ্ট বধে, কি ভীষণ দৃশ্য !
দেব দেবী পূজে হিন্দু দিয়ে স্বষ্ট দ্রব্য
তাইত অপরে বলে আমরা অসভ্য।
আমরা অসভ্য অতি বলেত খ্রীষ্টান
মানুষেতে মানুষের করে অপমান।
পূর্ব্বপুরুষেরে বৌদ্ধ দেবতুল্য মানে
অগ্নি পূজে পার্সী, আর সূর্য্যনারায়ণে !
সকলেই ভাবে মনে তারি ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ
দেখত সকলে এই পাগলামি স্পষ্ট !
ধর্ম্ম কথা ছেড়ে দিয়ে কর্ম্ম কথা বলি,
ভাল ক'রে ভেবে দেখ পাগল সকলি !

দেশে দেশে দেখ কিবা আইনের আলো
নরে দেয় নরে ফাঁসি, সকাল বিকাল।
যে ক'রেছে নরহত্যা, তারে হত্যা করে
রক্তের বদল রক্ত মানুষের ঝরে।
সভ্য সভ্য ব'লে সবে দেয় পরিচয়
সমরেতে নরবলি, নাহি সংখ্যা হয়!
নরহত্যা ক'রে তারা নাম হয় বীর
কতই উপাধি পায়, মাখান-রুধির।
নর হত্যা ক'রে দেয় যুদ্ধ বিদ্যা নাম
মানুষে মানুষ নাশে, পূরে মনস্কাম।
গোলাগুলি তোপ আর কতই কামান
কোটী কোটী অর্থ ব্যয়, বাড়ে কত মান।
সভ্যতাত মুখে, নাহি দয়া মায়া লেশ
নরহত্যা করে আর ডাকে পরমেশ।
পাগল না হ'লে কভু নরে বধে নর
ইহারা খ্রীষ্টান সব ধার্ম্মিক প্রবর।
এরাই পাগল, ফলে পাগল কি গাছে?
বড় বড় পাগলেরা ইউরোপেতে আছে।
সভ্যতা সভ্যতা করে কেন মিছে কাঁদ
সভ্য হবে, ছাড় আগে সমরের সাধ।
ধর্ম্মনীতি কর্ম্মনীতি দেখে হাসি পায়
পাগল পূরিত পৃথ্বী কি সংশয় তায়।

মুখখানা ক'রে ভারি, ভাব তুমি জ্ঞানী
আমি জানি তুমি হও মিথ্যা অভিমানী।
পাগলের মত তুমি কত কথা ভাব
পাগল মানুষ মত আর কোথা পাব ?
তাই বলি রামফলে বোলোনা পাগল
পাগলের নাহি সংখ্যা, পাগলি সকল।

আমি কেবলি ত হাসি।

(Or the Laughing Philosopher)

আমি কেবলি ত হাসি
আমি হাসি দিবানিশি।
চাঁদ হাসে, ফুল হাসে
নর হাসে, নারী হাসে
আমিও সতত হাসি
আমি হাসি ভালবাসি।
দেখি সকলি তামাসা
তাই মোর এত হাসা!
চলত শ্মশানে যাই
কেন কাঁদিছে সবাই?
সেখানে কি হাসি নাই!
আছে বৈকি বুঝ ভাই!
ওই শব—সেত সুখী
তুমি ভেবে দেখ দেখি
ম'রে গেলে, হ'ল ভাল
শ্মশানেতে কিবা আলো!
জীবন-যাতনা গেল
তাই বলি হেসে ফ্যাল!

জীবন যাতনা নয়
তাও জেনো সুনিশ্চয়,
সেও তোমাদের ভুল,
জীবন সুখের মূল !
না রহিত যদি জীব,
থাকিত কি শিবাশিব !
আমি বলি দুখ নাই
সংসার সুখের ঠাঁই !
বুদ্ধি দোষে কাঁদ তুমি,
পৃথিবী আনন্দ ভূমি !
দরিদ্রের কিবা দুখ
ঐশ্বর্য্যে কি আছে সুখ !
কেউ করে দেখি চুরী
আমি দেখে হেসে মরি !
কার দ্রব্য কেবা লয়
বুঝাত সহজ নয় !
লম্পট কাহাকে বল
সুস্থকায় মহাবল
কে তাহাকে দিল রিপু !
তাকি কিছু বুঝ বাপু !
কোথা থেকে পেলে ক্রোধ
তোমার কি আছে বোধ !

কাম ক্রোধ লোভ মায়া
এদের কি চেন ভায়া ?
লক্ষ লক্ষ নর নারী
চলে যায় সারি সারি
মোর দেখে পায় হাসি !
খালি মৃত্তিকার রাশি !
সুন্দর সামগ্রী যত
দেখে হাসি পায় কত,
কাঁদিবার কিছু নাই,
বুঝিতে পার না ভাই।
মোর শুধু পায় হাসি
অরসিকে দিই ফাঁসি !
খালি করিতে আহার
এসেছ হে এ সংসার
যত পার সবে খাও
ক্ষুধিতেরে খেতে দাও,
আর সবি ফক্কিকার
তুমি কার কে তোমার !
পিতা মাতা পুত্র জায়া,
মিছে সব মোহ মায়া !
রোগ শোক পেয়ে ছি ছি !
কেঁদোনাক্কে মিছামিছি।

ছেড়ে দাও কান্না কাটি
যা দেখ সকলি মাটি !
তাই বলি মিলে মিশে
সবে নিই খুব হেসে !
আমি কেবলিত হাসি
আমি হাসি ভালবাসি ।

আমি কেবলি ত কাঁদি।

(Or the weeping philosoher)

আমি কেবলি ত কাঁদি
কেন হাসে লোকে, এত রোগে শোকে
তাই ভাবি নিরবধি।
দেখি যত স্থান, সকলি শ্মশান
কোটী কোটী জীব ম'রেছে তথায়
হায়! নাহি জানি, কত কোটী প্রাণী
স্থানে স্থানে পরিণত মৃত্তিকায়!
হাসি কিরে আসে, এ শ্মশান বাসে
কেমনে গো লোক হাসে নাচে গায়?
চাই গো যে দিকে, শ্মশান সম্মুখে
এ শ্মশান ভূমে হাসি কি রে পায়?
মানুষ ত কটা, দেখ জীব যটা
পোকা কীট বিশ্বভরা সমুদয়,
দু দিনের তরে, প্রাণী প্রাণ ধরে
জীবের যাতনা দেখে প্রাণ ফেটে যায়।
দেখিয়ে বানর, হাসে কত, নর
সকলেই মুখ পোড়া কেউ ভাবে না,
শমনের রেখা, সব মুখে আঁকা
এ রেখাত কভু জীবনে যাবে না!

শ্মশানের ছাই, কেন মাখি নাই ?
যে দিকেতেকে চাই, দেখি অন্ধকার,
শ্মশানের কালি সব মুখে ঢালি
পোড়া মুখ নিয়ে হাসিব আবার ?
তোমরা ত হাস, হাসি ভালবাস
কেন হাস আমি বুঝিতে না পারি,
এ শ্মশান ভূমি, পাগল কি তুমি ?
অসার সংসার কেবলি কান্নারি !
বিবাহের বর, শিরেতে টোপর
তার দেখি অধরে না ধরে হাসি !
পরে যে কি হবে, কত দুখ সবে !
ওরে বিয়ে নয় ত গলায় ফাঁসি !
পাবে কত রোগ, সন্তানের শোক
আহা ! কেঁদে কেঁদে যাবে দিবানিশি !
সোণার সংসার, হবে ছারখার
অবশেষে হবে সবি ভস্মরাশি !
আজ কোনে কোলে, কাল যাবে চ'লে
তবে কেন আজ এতই আনন্দ
আজ আছে ভাই, কাল বেঁচে নাই
ভালত দেখি না খালি দেখি মন্দ !
আজ পিতামাতা, কাল যাবে কোথা
আজ আছে যারা, কাল তারা নাই

তুমি আমি আজ, করি কত কায
কাল পুড়ে হব শ্মশানের ছাই !
সকলি তামাসা ! তবে কেন হাসা
ওহে হাসিবার কি কারণ বল,
এক দিন হাস, কাঁদ দিন দশ
এত হাসি হাসি নয়, কান্নাই কেবল।
রৌদ্র বর্ষাকালে, খালি জল ঢালে
সেইরূপ জেনো মানব কপালে
হাস এক দণ্ড পাবে তার দণ্ড
কাঁদিবে ত পরে সকালে বিকালে।
এই শিশু হাসে, অম্নি কেঁদে ভাসে
সকলেই জেনো শিশুর সমান,
তাই বলি কাঁদ, যত যায় সাধ
কাঁদ কাঁদ সব মানব অজ্ঞান !
এস সবে মিশি, কাঁদি দিবানিশি
কেঁদে কেঁদে এস জীবন কাটাই
আঁখিনীরে ভাসি, হইয়ে উদাসী
কেঁদে কেঁদে সবে মাটীতে মিশাই !
এস কাঁদি সবে, এই ভবার্ণবে
কত পাপী মোরা, কত অপরাধী
তাই আমি কাঁদি, কাঁদি নিরবধি
(দেখে শুনে) আমি কেবলিত কাঁদি।

নৃত্য।

ওহে! এ সংসারে দেখ সকলেই নাচে
নরনারী পশু পক্ষী যেখানে যে আছে!
নাচে জল, নাচে স্থল, নাচে ভূমণ্ডল
চন্দ্রতারা, নেচে সারা, নাচেরে সকল।
সাগরে লহরী নাচে, আকাশে বাদর
ভূমিকম্প হয়, ধরা নাচে থর থর!
আকাশে বিজুলি নাচে চমকি চৌদিক
চাঁদ চলে নেচে নেচে তালে তালে ঠিক্।
আবরি বদন হের প্রথমেতে নাচে
দিন দিন লজ্জাহীন, মুখ খোলে পাছে!
পূর্ণিমাতে আলো ক'রে নেচে নেচে যায়,
নেচে নেচে, হেসে হেসে, দেশে দেশে ধায়!
কিবা আর তার লাজ কলঙ্কত গায়
নাচা কভু সে কি ছাড়ে? নাচা ব্যবসায়।
এক গুণ দেখি তার সাদাসিদে চাল
নাচে ওই তারাগণ অন্ধকারে ভাল।
মিট্ মিট্ ক'রে ক'রে চায়, নয়ত সরল,
দেবগণ সনে বুঝি করে এত ছল!
লাজুলি বিজুলি নাচে বড়ই চঞ্চল
চক্ ক'রে চ'লে যায়, নেচে এক পল!

মেঘের ভিতর হ'তে চক্ ক'রে নাচে
তখনি লুকায়ে যায়, কেউ দেখে পাছে !
আবার বাহিরে আসে ক্ষণেকের তরে
এইরূপে ইন্দ্র সনে উপহাস করে।
কত রঙ্গে মেঘ নাচে বাতাসেতে উড়ে
বরষাতে বড় শোভা, চারিদিক জুড়ে !
কাল কাল সাদা সাদা আর রাঙা রাঙা
বড় বড় ছোট ছোট কেউ ভাঙা ভাঙা !
না জানে নাচনী ভাল, শন্ শন্ চলে
সাতরাঙা আঁচলা খানি কভু কভু দুলে।
নাচেরে ধরণী ধরি ধরাধর বুকে
তালে তালে যায় নেচে রবির চৌদিকে !
গ্রহ উপগ্রহ যত নেচে নেচে সারা
দ্যুলোক ভূলোক নাচে পাগলের পারা !
নেচে নেচে চলে আর কত গান গায়
গান ছাড়া নাচ বল দেখেছ কোথায় ?
সে বিশ্ব সঙ্গীত কই শুনিতে না পাই,
কেমনে শুনিব বল, শুনিতে না চাই !
ধরণীত নিজে নাচে, মোদের জননী
জীব জন্তু জড় তাই শিখেছে নাচনী
শুধু নর নারী নয়, নাচে কত পাখী
ময়ুর ময়ূরী নাচে, কাল মেঘ দেখি !

কপোত কপোতী নাচে আনন্দে মাতিয়া
খঞ্জন কেমন চলে নাচিয়া নাচিয়া।
সকলেই নাচে, নাচে না কি তরুলতা ?
বায়ুভরে তরুবরে, নাচে লতা পাতা।
ললনা লতিকা নাচে, দেখরে নিরখি
সকলেই নাচে সদা নাচে ওই আঁখি !
পলকে পলকে নাচে, পড়ে আঁখি পাতা,
নাচিতে নয়নে বুঝি স্বজিছে বিধাতা !
তাই বলি এ ব্রহ্মাণ্ডে নাচেত সকলে
নেচে নেচে সবে ওই কোথা যায় চ'লে !
এস সবে নেচে নেচে অনন্তে মিশাই
আনন্দে অনন্ত গুণ নিরন্তর গাই।

সূদান ও দরবেশ।

নাহিক সংশয়, ইংরাজের জয়
অবশ্যই হবে, সূদান সমরে,
খালিফা হারিবে যুঝিতে পারিবে
ইংরাজের সনে, বৃথা মনে করে।

আসিলে রোস্তম বীর পরাক্রম
নিমেষেতে হেরে, হবে ধরাশায়ী
ব্রহ্মঅস্ত্র সনে, কে যুঝিবে রণে
দেখিতে দেখিতে পুড়ে হবে ছাই !

কামানের কাছে কার সাধ্য আছে
কি করিবে আর তীক্ষ্ণ তরবারি ?
কৃপণ কৃপাণ, আর ধনুর্ব্বাণ ;
মল্লযোদ্ধাদের ভেঙ্গে গেছে জারি !

চলে কি চেনার, দিবে ছারখার
দেখো, সূদানে মেদীর দল যত
চলে রণতরী নীল বক্ষোপরি
এইবার বুঝি মেদী হবে হত।

ওহে দরবেশ, তোমাদের শেষ
এইবার হবে চিরদিন মত,
সাহসী নির্ভীক নাহি দিখিদিক্
সৌভাগ্য সূরয চির-অস্তগত !

তরবারি করে, প্রবেশি সমরে
আর না ফিরিবে দরবেশ সেনা
গোলা গুলি উড়ে যাবে সব পুড়ে
দগ্ধ দেহ আর নাহি যাবে চেনা !

নাই কিরে মনে, মেরেছ গর্ডনে
বীর ব'লে করনিত প্রাণদান
আল্লা আল্লা বল, সকলি ফুরাল
সেই পাপে আজ হারাবে সূদান !

কেন করে অসি, উন্মমত্ত মসী
পড়িবে ত খসি, কামানের চোটে
যেন তারা খসে, সুনীল আকাশে,
শব্দ ভয়ঙ্কর চারিদেকে ওঠে !

ধন্য পরাক্রম, দেখে ডরে যম ;
বৃটন বিষম দাগিতেছে তোপ
গেলরে সূদান, বৃটিশ নিশান
উড়িল আকাশে, বিধাতার কোপ।

শুন সিংহনাদ, ছাড় রণসাধ
পালারে পালারে লইয়া জীবন
শুন জয়ধ্বনি কাঁপিছে মেদিনী
হ'ল ভূমিকম্প অহো কি ভীষণ !

বাজে জয় ঢাক, জয় জয় ডাক
জয় জয় ধ্বনি শুন ঘন ঘন
ইংরাজের জয় শুন দেশ ময়
জয় কিচেনার সূদান দমন ।

সূদান।

বিদ্যার উন্নতি আর দেশের কুশল
ইংরাজের রাজ্যে হবে দেখি এ সকল !
রবেনাক' মারামারি আর কাটাকাটি
রাজ্যের প্রণালী হবে অতি পরিপাটি।
সকলি হইবে ভাল, এক দোষ হবে
দিন দিন দরিদ্রতা দেশেতে বাড়িবে।
অল্প ব্যয়ে রাজকার্য্য, ইংরাজ শিখেনি
ধনীরাজ কৃপণতা কখনো দেখিনি।
ইংরাজরাজত্বে দেখি সকলি মঙ্গল
প্রজার দারিদ্র্য বাড়ে দেখিত কেবল !
আফ্রিকার কাফ্রিগণ হইবে উন্নত
বর্ব্বর না রবে আর পূর্ব্বকার মত।
বিদ্যাবলে বলীয়ান্ হইবে সুসভ্য
মাঝে মাঝে দেশে কিন্তু হইবে দুর্ভিক্ষ !
রাজ্যশাসনেতে করে অল্প অর্থ ব্যয়,
তবেত ইংরাজ রাজ্য চিরস্থায়ী রয়।
সুদিন সূদানে হ'ল নাহিক সংশয়,
দরিদ্রতা বৃদ্ধি হবে তাই মনে ভয়।

ফ্যাসোডা।

ফ্যাশোদা লাগিয়া দেখ বেঁধেছে ফঁ্যাশাদ
ফরাসিশ ইংরাজেতে লাগে বা বিবাদ।
প্রচণ্ড মার্চণ্ড বীর পৌঁছিয়াছে আগে
ইংরাজ হ'য়েছে অন্ধ ঘোরতর রাগে।
ফ্যাশোদাতে উড়িতেছে ফরাশীনিশান,
জয় করি কিচেনার সমগ্র সূদান
ফ্যাশোদার অভিমুখে হয় ধাবমান।
সহিবে কি ফরাশিশ এত অপমান?
ডকেতে বড়ই ধূম সাজিছে জাহাজ
ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে যতেক ইংরাজ!
পাল ামেণ্টে সভ্যগণ একবাক্যে বলে
ফ্যাশোদা লইব মোরা সংগ্রামে সবলে!
মার্ত্তণ্ড সমতেজ মারচণ্ড আজ
সাহসের ভরে সেজেছে সমর সাজ।
ইংরাজের রণপোত ছাড়িল খার্টুম
ঘোর রণ হবে তাই প'ড়ে গেছে ধুম।
ফ্যাশোদাতে কার হক্ বোঝা বড় দায়
জলা ভূমি জন্য বুঝি যুদ্ধ বেঁধে যায়।
এত তেজী ফরাশিশ, তবু ভাবে মনে
পোত রণে পারিব কি মোরা শত্রু সনে?

চারিদিকে শত্রু তাই তাহাদের ভয়
কি জানি জার্ম্মণি যদি পাইয়া সময়,
পূর্ব্বেতে জার্ম্মণি আর উত্তরে ইংলণ্ড
ছিন্ন ভিন্ন রণে আর করে লণ্ড ভণ্ড।
রুসের ভরসা বৃথা, সব স্বার্থপর
আপন আপন নিয়ে ব্যস্ত যত নর।
কি করিতে পারে রুস ইংলণ্ডের সনে?
ইংলণ্ডের সমকক্ষ কেবা পোত রণে?
ফরাশিশ জাতি যদি একবার ক্ষ্যাপে!
কে রাখিবে আগুণেরে হাত দিয়ে চেপে?
সমর অনল ঘোর জ্বলিবে জ্বলিবে,
অবশেষে কি হইবে, বল কে বলিবে?
ফরাশিশ মন্ত্রীগণ ভাবিয়া আকুল
ইংলণ্ডেতে প'ড়ে গেছে মহা হুল স্থুল!
ছলভরী বিবেচক প্রাচীন বয়সে
লড়াই বাঁধিবে বুঝি চাম্বর্লে'ন দোষে?
ইংলণ্ড সংবাদ পত্রে দেয় কত গালি
করিব লড়াই, না কর ফ্যাশোদা খালি!
ক্রোধ হ'লে নর হয় বুদ্ধি শুদ্ধি হীন
চক্ষু কর্ণ আর বুদ্ধি লোপ পায় তিন।
শাহারা লইয়া কেন বাধে নাক' রণ?
স্তূপাকার বালি রাশি সময়ের পণ?

ছি ছি ! সভ্যতার মুখে, দিই আমি ছাই
কথায় কথায় খালি লড়াই লড়াই।
সমরেতে নরহত্যা হাজার হাজার
কতই আনন্দ তায়, কত উপহার !
পতি পুত্রহীনা হয় কত শত নারী
তবুত সমরে সাধ দেখিত সবারি !
খোঁড়া ঘোঁড়া চ'ড়ে গেলে দাও জরিমানা
লক্ষ লক্ষ ঘোঁড়া মরে, নাহি কোন মানা !
এক নরহত্যা ক'রে যেতে হয় ফাঁসি
এসকল মনে হ'লে আসে মোর হাসি।
বিজ্ঞানের অনুবোধে চেরো যদি পশু
ভাল ভাল ইংরাজের চক্ষে বহে আঁশু !
সভ্য ব'লে কেন আর বৃথা অহঙ্কার
সভ্যতা সভ্যতা মুখে শুনি সবাকার।
কোটী কোটী অর্থব্যয়ে যুদ্ধ আয়োজন
লক্ষ লক্ষ নরহত্যা কিবা প্রয়োজন ?
এত ভাল লাগে কিহে নরের রুধির
নর হত্যাকারাগণ বড় বড় বীর !
সভ্যতা সভ্যতা ব'লে লম্বা লম্বা কথা
সেই সব শুনে মোর মনে বড় ব্যথা !
ব'লনা হে তোমামাদের বড় সভ্য দেশ
অসভ্য ইউরোপ আমি বুঝেছি হে বেশ।

গান ।

(বাউলের সুর)

১

হায় ! হায় ! কি তামাসা !
আমরা পাখীর মত বাঁধি বাসা,
কত জিনিস যতন ক'রে
মনের মতন সাজাই ঘরে
মনে মনে কত আশা ।

২

খুঁটে খুঁটে খড় কুটো
জড় করি মুঠো মুঠো
জানিনা যে সব ঝুঁটো
বর্ষা এল, বাসা উঠো
ছিল বাসা কেমন খাসা !

৩

কত পেড়েছিলি ডিম
স'য়েছিলি রৌদ্র হিম
কত পোড়েছিল বৃষ্টি
হায় হায় ! পোড়া অদৃষ্টি !
বাসা ছেড়ে গঙ্গা ভাসা !

৪

ওই দেখ উঠলো ঝড়
কাল মেঘ কড় কড়
বাসা করে পড় পড়
শ্মশানেতে মড় মড়,
হ'ল বাসা মাটী মেশা'।

৫

খেলি নিলি নাহি দিলি,
বিষয়ের না হ'ল বিলি,
কেন এলি, কেন গেলি,
দেখ্‌না চেয়ে আঁখি মেলি
তোর এখন কি দুর্দ্দশা'।

৬

পুড়ে অঙ্গ হ'ল ছাই
নাম গন্ধ তোর নাই
কেঁদে মোলো দুদিন শোকে
ভুলে গেল তোরে লোকে
সার হ'ল ওই যাওয়া আসা !
হায় ! হায় ! কি তামাসা ।

আমি যারে ভাল বাসি সেইত সুন্দর।

আমি যারে ভাল বাসি সেই ত সুন্দর
ভুবনে এমন কিরে আছে মনোহর !
ভালবাসা আলোকিত আমার অন্তর
তার কাছে, কোথা লাগে পূর্ণ শশধর !
নাহি হয় পুরাতন দেবতার বর,
আমি যারে ভাল বাসি সেইত সুন্দর।
না পাই তুলনা তার খুঁজি নিরন্তর
এই মরলোকে দেখি সেইত অমর !
আমি যারে ভাল বাসি, সে কি হয় পর ?
পরম পবিত্র সেত পরশ পাথর।
রূপে গুণে নরনারী নহে মনোহর,
আমি যারে ভাল বাসি সেইত সুন্দর।
রূপের সাগর সেই, সেই গুণাকর,
আমি যারে ভাল বাসি সেইত সুন্দর।

রাধিকার উক্তি।

আয়রে কানাই, মনে কিরে নাই
প্রাণ যে কেমন করে, কিক'রে জানাই
মন প্রাণ হরি, বাজারে বাঁশরী
কতবার ব'লেছিলি ভুলিবিনে রাই।
যমুনা পুলিনে, এলিনে এলিনে
একাকিনী বনে, নিশি কেমনে কাটাই।
এ বিজন বনে, নাই কিরে মনে
চারিদিকে অন্ধকার, জন প্রাণী নাই।
আয়রে কানাই, যমুনাতে যাই
প্রাণ যে কেমন করে, কি ক'রে জানাই।

গোপিনীর উক্তি।

যমুনায় যেবা যায়, জাত তার থাকে না,
অদ্ভুত, গোপসুত মান কারো রাখে না।
কারো হাত, কারো গাত, ধরে কেন বল না?
মুখে হাসি, আর বাঁশী, করে কত ছলনা।
চ'লে যাই, ফিরে চাই, মোরা ব্রজললনা,
দেয় গালি, করতালি, উঠে অঙ্গে জ্বলনা।
রাধে রাধে, ব'লে কাঁদে, কই দেখা হ'লনা
বেঁদে বলে, দাও ব'লে, কেন রাই এলনা।
কতরঙ্গ, সে ত্রিভঙ্গ জানে, দেখে ভুলোনা
চঞ্চল, অতিখল, নাই তার তুলনা।
থেকে থেকে, বেঁকে বেঁকে, নেচে নেচে চলনা
আঁখি ঠেরে, গোপী টেরে, অত রঙ্গ ভালনা!
দুধ দই, নিয়ে সই, যেতে পথে মিলোনা
লয় কেড়ে, দাও ছেড়ে, তবু বলে দিলনা।
তারসনে, একমনে, কভু কেউ খেলোনা
জানে গুণ, সে নির্গুণ, এ কথাটী ভুলোনা॥

গোপিনীদের কৃষ্ণ সম্বোধন।

আয়রে কানাই, যমুনাতে যাই
বাজাইবি বেণু, শুনিব সবাই
নেচে নেচে গাবি বেঁকে বেঁকে চাবি
তালে তালে দিব তালি তাই তাই।
কুঞ্জে কুঞ্জে যাবি, বাঁশিটী বাজাবি
মাঝে মাঝে ডাকবিরে "রাই রাই"
গাব গান মধু, মোরা ব্রজবধূ
উতলা অবলা, কি ব'লে জানাই।
কৃষ্ণ-পাগলিনী, যত গোয়ালিনী
ওরে নীলমণি, চল চল যাই
শুন শুন বলি ভুলিব সকলি
মিশে গিয়ে গানে চেতনা হারাই।
কায কি চেতনা জীবন যাতনা
আর না সহিব বিরহ বালাই,
যত সখী মিলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে
যমুনা জীবনে জীবন ভাসাই।
হারাইয়ে কুল, করে কুল কুল
আমাদেরি মত ওরো কুল নাই
ভালরে কানাই তোরেরে সুধাই
অকুল আকুল কেন তুই এক ঠাঁই?

উদ্ধব সম্বাদ।

এস কৃষ্ণ সখা, ভাল হ'ল দেখা
সখাকে ছাড়িয়ে তুমি একা কেন এলে ?
ক্রূর সনে বাস, কর বার মাস
নিজে ক্রূর, ক্রূর কৃষ্ণ কপালেতে মেলে !
আমরা গোপিনী, দুধ দই চিনি
কেমনে শেখাবে যোগ গোপিনীর কুলে ?
কারে বলে যোগ সে কেমন রোগ ?
শুনিনি যোগের নাম কখনত ভুলে !
আমরাও ভাবি, ভাবি নিশিদিবি
কৃষ্ণধনে করি মনে দিবসরজনী
কেঁদে কেঁদে সারা, পাগলিনী পারা
কৃষ্ণ কি খাবেনা আর চুরী ক'রে ননী ?
মোরা কৃষ্ণ বিনে, কারেও জানিনে
যোগ যে কিরূপ বলত স্বরূপ শুনি
কৃষ্ণ কি জানেনা, মোরা গোপ-কন্যা
অবলা সরলা বালা, নই ঋষি মুনি।
শুন বুদ্ধিসার, যোগত অসার
বিয়োগ বরঞ্চ ভাল, যোগ নাহি চাই,
বুঝেছি হে যোগ, কৃষ্ণের বিয়োগ
অবলা বধিতে বুঝি এনেছ বালাই।

কারে যোগ বলে ? কৃষ্ণ দেছে বলে
যোগ বিয়োগ দুইই কৃষ্ণেতে সমান,
সোজা কথা বল, সোজা পথে চল
তুমি যেহে ক্রূর তার পেয়েছি প্রমাণ ।
কোথা পাবো যোগ, কৃষ্ণের বিয়োগ
বিয়োগে কি রহে যোগ ? উদ্ধব অজ্ঞান !
না জানিলে যোগ, হয় কি বিয়োগ ?
তবেত যোগিনী যতেক গোপিনী কুল
পুরুষে বোঝাব ? ছিছি ! কোথা যাব
তুমি জাননাত ঠিক, অঙ্ক শাস্ত্রে ভুল ।
প'রে মৃগচর্ম্ম, ছেড়ে গৃহকর্ম্ম
লম্বা লম্বা জটা শিরে, তুমি চাও তাই
মুখে মেখে ছাই সিদ্ধি গাঁজা খাই
ভিক্ষাঝুলি করে ল'য়ে ঘরে ঘরে যাই ।
কমণ্ডলু পাত্র হাতে ল'য়ে মাত্র
অথবা লইয়ে চিমটে ক'রে ঝন্ ঝন্
ব্যোম ব্যোম মুখে, চাই চারিদিকে
ভিক্ষাক'রে গিয়ে ঘরে, টাকা ঠন্ ঠন্ ।
গাঁজা টেনে জোরে, আঁখি নীচু ক'রে
নাকেচোকে এক ক'রে, ব'সে থাকি স্থির,
শ্বাস বন্ধকরি, বেঁচে থেকে মরি
কারতরে দেহেদিব এত বড় পীড় ?

বল বল শুনি তুমি বড় গুণী
নির্গুণ পুরুষ নিয়ে আমাদের কায ?
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, জীবন্ত জ্বল
যোগ কথা শুনে ছিছি ! মনে পাই লাজ !
এই বৃন্দাবন, সেই কৃষ্ণধন
সকল তেয়াগি ওহে যাব কতদূর ?
যাব দেশে দেশে, যোগিনীর বেশে
ঘুরে ঘুরে শেষে লাভ হবেত প্রচুর
ছাড়ি হরি দ্বার, যাব গঙ্গা পার
যাব গয়া বারাণসী কিম্বা যাব আবু
কিম্বা রামেশ্বর দেখিব সাগর
কিম্বা পুরীক্ষেত্রে দেখিব উড়িয়া বাবু।
দেখি তীর্থ নানা, দ্বারিকাত মানা
আর মানা হায় হায় ! এই বৃন্দাবন
দেখিব সকলি, শুনে মরি জ্বলি
দেখিতে পাবনা শুধু সেই কৃষ্ণধন !
কি ধনের তরে নানাতীর্থ ক'রে
কেনরে উদ্ধব ! এই বৃথা পরিশ্রম,
গোপিনীরা চায়, কৃষ্ণ ধনে পায়
যোগযাগ, ও উদ্ধব ! সকলিত ভ্রম।

প্রাতে গোপালদের গোপাল আহ্বান।

উঠরে কানাই, বেলা হ'ল ভাই
সকালে সকালে মাঠে, চল সবে যাই,
উড়াইব ধূরি, খেলি লুকোচুরী
পাইলে পিপাসা, দুইব শ্যামলী গাই।
দৌড়িব সকলে, জিতিবে যে বলে
কাঁদে ক'রে নিয়ে তারে নাচিব সবাই
উঠিলে রদ্দুর, যাবনাকো দূর
যমুনায় গিয়ে সবে ডুব দিয়ে নাই।
হইলে বিকাল, যতেক রাখাল
বাঁশী এনে বনে বনে সবে মিলে গাই,
কেউ গিয়ে ছুটী, কোন গাছে
শেষে সবে, বাঁশী রেখে, বনফল খাই।
আহা! দিয়ে কাণ শুনি পাখীগান
শুনিয়ে সে গান সবে পরাণ জুড়াই
কদমের ডাল, চড়িও গোপাল
চল গিয়ে গাছে চ'ড়ে আমরা লুকাই।
বাঁশী হাতে করি, ভাল সুর ধরি
তুমি গাবে, মোরা দিব তালি তাই তাই,
শুন ওহে কান! তুমি গাবে গান
বাঁশী বাজাইতে ভাল মোরা শিখি নাই।

তুমি হাসি হাসি, বাজাইবে বাঁশী
মাঝে মাঝে উঁচু স্বরে ডাকিবে "হে রাই"
ছিছিরে ! কানাই ! নন্দের দোহাই
এত যে ডাকিনু তাতে ঘুম ভাঙ্গে নাই
বুঝেছি বুঝেছি, ছিছি ! কানু ছিছি !
এত ভালবাসি মোরা, মন নাহি পাই।
বল তুমি কার ? নন্দ যশোদার ?
ছিদামা সুদামা মুখে দিয়াছত ছাই !
ছিছি ! কারতরে, ব্রজে সবে মরে
কার নাম শুনে কানু তুলিতেছ হাই ?
গরিব গোয়ালা, কেঁদে কেঁদে আলা
সেইত হে কালা উঠিলে এখন ভাই।
মোরা ডেকে সারা, উঠনিত কালা
রাই নাম বলি তবে তোমারে উঠাই,
মোরা যাই চলি, গোপাল মণ্ডলী,
কপালের দোষে মোরা কৃষ্ণ নাহি পাই।

কালিন্দীর কুলে।

কালিন্দির কুলে, রাধা রাধা ব'লে
আর বাঁশী বাজেনা,
গোপিনীর কুল, হইয়ে আকুল
নানারঙ্গে সাজেনা।

যশোদা কোথায়, কৃষ্ণ কোলে আয়
ব'লে আর ডাকেনা,
নাই আর নন্দ, সবি নিরানন্দ
কিছুই কি থাকেনা ?

ললিতা বিশাখা, নাহি দেয় দেখা
কুঞ্জে কেউ জাগেনা,
সেই বৃন্দাবন, সেই গোবর্দ্ধন
কিছু ভাল লাগেনা।

যমুনার তীরে, গোপিনীরে ঘিরে
দান কেউ যাচেনা,
পূর্ণিমা কার্ত্তিকে, সখি চারিদিকে
কানু আর নাচেনা।

গিয়াছে কানাই কিছুইত নাই
যমুনাত যায় না
ছি ছি কি যমুনে, ভুলি কৃষ্ণ ধনে
জীবন শুকায় না ?

ছি ছি ! গোবর্দ্ধন কঠিন কেমন !
কেন হৃদি ফাটেনা,
কলি কালে হায় ! কৃষ্ণরে কোথায়
পাপ কারো কাটেনা ।

কেন গো যমুনা, হ'য়ে দশগুণা
গোকুলে ডুবাওনা
ছিছিরে ! যমুনে নাই কৃষ্ণে মনে
উজানত যাওনা ।

বাঁশী সুধারব কোথায় সে সব
শুনিতেত পাওনা
চল্ চল জল, কর "কল কল"
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" গাওনা !

যাক্ বৃন্দাবন যাক্ মধুবন
নামো যেন রয়না
সবে কৃষ্ণে ভুলে, র'য়েছ কি ব'লে
কারো দুখ হয়না ?

যত সব অজ্ঞ সবে অকৃতজ্ঞ
কৃষ্ণে কেউ ভাবেনা
গোব্‌রা যমুনা কৃতঘ্ন নমুনা
কখনই যাবেনা।

কতই খোঁজনা কতই ভজনা
কৃষ্ণে কেউ পাবেনা
কালিন্দীর কুলে রাধা রাধা ব'লে
কেউ আর গাবেনা।

বাঁশী।

থাকি যখন যে কাযে যদি ওই বাঁশী বাজে
জলাঞ্জলি দিয়ে লাজে হইগো বাহির
যে দিকে বাঁশীর গান সেই দিকে রেখে কাণ
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে প্রাণ, হইয়ে অধীর।
শুনি বাঁশের বাঁশুরী, আসে আঁখিতে আঁশুরি
সতী ভোলে পতি আর মাতারি সন্তান
কেজানে বাঁশী কি জানে স্রোত সম প্রাণ টানে
নাহি থাকে জ্ঞান আর মান অপমান।
বাঁশীতে কি সুধা মিশে করণকূহরে পশে
সুধাতে জীবের কভু চৈতন্য কি যায় ?
সুধাতে অমর করে এ সুধাত প্রাণ হরে
বাঁশীতে কি আছে বিষ বোঝা বড় দায়।
জগতে যা লাগে ভাল সুধা বিষেতে মেশাল
খালি সুধা নাহি কোথা, নাহি খালি বিষ
ঔষধি সাপের বিষে, নতুবা হইবে কিসে ?
ভাল মন্দ মেলা মেশা দেখি অহর্নিশ।
নির্ম্মল আনন্দ কোথা আছে কি অমিশ্র ব্যথা ?
যা দেখি বড়ই ভাল, তাই বড় মন্দ
তাই পায় কান্না হাসি, শুনিলেই ওই বাঁশি
সুখ দুখ মেলামেশা বিধির নির্ব্বন্ধ।

সত্যভামার দর্পচূর্ণ।

সত্যভামা আজ কেন গরবেতে ফুলে
কাহারো সহিত কথা কয়নাত ভুলে।
ফুলে ফুলে আর বলে আমিত সোহাগী
কৃষ্ণ ত পাগল সদা দেখি মোর লাগি।
কৃষ্ণ মোর দাস, আর রুক্মিণীত দাসী।
এই ভাব মনে, মুখে ধরেনাত হাসি।
অন্তরের ভাব জেনে, কৃষ্ণ তথা আসে
ক্রূর চক্রী কৃষ্ণ কেন ক্রূর হাসি হাসে!
কি হ'য়েছে সত্যভামা মোর শিরোমণি
মহাদেব নই আমি, মোর শিরে ফণী!
কি করিতে হবে বল, নাশিব সংসার
বল যদি দ্বারিকায় দিই ছারখার।
যা চাহিবে তাই দিব বল বল শুনি
সর্ব্বস্ব আমার তুমি, তাও কি জাননি!
রুক্মিণী রাণীরে ডাকি পদসেবাতরে
নামে রাণী, সে রুক্মিণী, জানে চরাচরে।
সত্যভামা ভাবে মনে কেমনে জানিল?
আমার মনের কথা কেবা ব'লে দিল!
বড় ভালবাসে তাই ব'লেছে এ কথা
রুক্মিণী যে হয় রাণী, তাই মোর ব্যথা?

দর্পহারী হরি তবে স্মরে হনূমান
আয় বাছা দেখি তোরে, আমি ভক্তপ্রাণ!
দ্বাপরে আমারে কেন স্মরিলেন রাম
ভাবিয়া আকুল হনু, খেতেছিল আম!
জয়রাম বলিয়া হনূ দিল এক লম্ফ,
থর্ থর্ কাঁপে ধরা, ঘোর ভূমিকম্প!
ভয়ে ভীত যেন কৃষ্ণ, নাহি সরে বাণী
আসিতেছে হনূমান, সত্যভামা রাণি।
সাজ সাজ সীতারূপ বিলম্ব না কর
নতুবা মরিব সবে, দৃঢ় মনে ধর।
সীতা রামে না দেখিলে করিবে প্রলয়
ডোবাবে দ্বারিকা সেত নাহিক সংশয়!
ওই শুন আকাশেতে জয় রাম ধ্বনি
ওই দেখ থর্ থর্ কাঁপিছে মেদিনী!
রক্ষা কর সত্যভামা সীতারূপ সাজ
নতুবা নাশিবে সবে হনূমান আজ।
আমিত এখনি পারি রাম সাজিবারে
সীতা না হেরিলে, হনূ নাশিবে তোমারে।
সুধাইবে মোরে সে যে কোথা মা জানকী
অবুঝ সে মোর ভক্ত, তারে কব কি?
না দেখিলে সীতারূপ কোপেতে তখন,
নিমেষেতে মোরে হনু করিবে হনন।

ওই শুন, ওই শুন, জয় রাম ধ্বনি
সাজ সীতা শীঘ্রগতি, সাজ গো এখনি
আমি মরি ক্ষতি নাই, মরণ নিশ্চয়
তোমার মরণে বিশ্ব অন্ধকার ময়।
জীবন মরণ মোর দুইই সমান
ধর ধর সীতারূপ, এল হনূমান!
আর না বিলম্ব কর, ওগো পায়ে ধরি
এল এল হনূমান, কি করি কি করি!
ভয়ে ভীতা সত্যভামা বলে সে কি কথা?
আমি ত জানিনা কই সাজিবারে সীতা।
চক্ষে জল অবিরল কৃষ্ণ কেঁদে সারা
মনে মনে হাসি, মুখ ভণ্ডামিতে ভরা।
রুক্মিণীরে ডাক শীঘ্র বিলম্ব না সয়
সীতারূপ সাজে যদি সব রক্ষা হয়।
কাঁপিতে কাঁপিতে আর কাঁদিতে কাঁদিতে
গেল সত্যভামা তবে রুক্মিণী সাধিতে।
ডাকিছেন কৃষ্ণচন্দ্র শীঘ্র করে এস
সাজিতে হইবে তোমা আজি সীতাবেশ!
রুক্মিণী আসিয়ে বলে 'বল ভগবান'
দাসীরে ডেকেছ কেন বলত প্রমাণ?
কৃষ্ণ বলে শুন রাণি! বাঁচাও গো প্রাণ
ওই এল, ওই এল, দেখ হনূমান।

জয় রাম শব্দে শুন বিদারি গগন
এল হনূ, সবে দেখ, দেখে অচেতন।
সাজ সাজ সীতারূপ অতি শীঘ্র করি
দাঁড়াও আমার বামে রুক্মিণী সুন্দরি !
সত্যভামা যাও তুমি পালঙ্কের নীচে
দাসীরূপে পর সাড়ী কাল কিচকিচে !
জিজ্ঞাসিলে হনূ ব'ল "আমি সীতা দাসী"
নতুবা হারাবে প্রাণ, সত্য আমি ভাষি।
রুক্মিণীত সীতারূপ নিমিষে সাজিল
"জয় রাম" ব'লে হনূ পূরী প্রবেশিল।
সাষ্টাঙ্গেতে হনূমান প্রণিপাত করে
পালঙ্কনীচেতে ভামা ভয়ে থর থরে !
হনূমান বলে "ওটা কে কাঁপে রমণী ?
"সীতা দেবী দাসী আমি" উত্তর তখনি।
সীতা রামে করি স্তব হনূমান্ ভাষে
দ্বাপরে স্মরণ প্রভু কেন তব দাসে ?
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ বাছা হনূমান
কেহ নাই মম ভক্ত তোমার সমান।
প্রণমিয়া হনূমান্ উড়িলা আকাশে
সীত রাম অন্তর্ধ্যান, কৃষ্ণ খালি হাসে !
সত্যভামা অপমানে ধূলাতে লোটায়,
সত্যভামার দর্পচূর্ণ কবিগণ গায়।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল। (ভ্রাতৃস্নেহ)

উঠরে লক্ষ্মণ, সুমিত্রার ধন !
জ্যেষ্ঠের আদেশ, ভাই কররে পালন,
নাহি যাব দেশে, আমি এই বেশে
প্রবেশি চিতায় ওরে ত্যজিব জীবন।
কেন মোর সনে, ফিরি বনে বনে
ত্যজিলে সকলি কেন যোগীর মতন
রমণীর তরে, প্রাণের সোদরে
হারাইনু আমি, একি বিধি বিড়ম্বন।
ওরে হনুমান, কাষ্ঠ ল'য়ে আন
মরিব এখনি, এ জীবন অকারণ,
সন্তানের সম, ভাই প্রিয়তম
বেঁচে থেকে দেখি তার অকাল মরণ !
উঠরে লক্ষ্মণ, চল যাই বন
ভুলেছিস আমি যেরে ক্ষুধিত এখন।
তুমি আজ্ঞাকারী, জানে ত্রিসংসারি
অদ্যাবধি মম আজ্ঞা করনি লঙ্ঘন।
আয় করি কোলে, আয় দাদা ব'লে
কেন এত অভিমান, ওরে প্রাণধন।
আর না চাহিবে, কথা না কহিবে
উঠ ভাই ধরাশায়ী ! কেন অচেতন ?

উঠরে লক্ষ্মণ, আর কতক্ষণ
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি ও চাঁদ বদন!
কোথা হনূ গেছে, সে ভাই কি আছে?
বলিতে বলিতে কথা করিত পালন!
কেবা শোনে কথা, কে বুঝিবে ব্যথা
সহিতে পারিনে আর হৃদয় বেদন,
উঠরে লক্ষ্মণ, রাখরে বচন
না উঠিলে তব জ্যেষ্ঠ ত্যজিবে জীবন।
তুমি মোর লাগি, সকল তেয়াগি
এত ডাকি কেন ভাই! উঠ না এখন,
ত্যজি মায়া মোহ, ত্যজি নর-দেহ
মম অগ্রে যাবে স্বর্গে, কনিষ্ঠ কেমন!
দেশে যাও ফিরে, মাকে তোর কিরে
মনে নাই, জননীরে নাইকি স্মরণ?
শুন মোর কথা, খাও মোর মাথা
এই লও এই ফল ধররে লক্ষ্মণ!
কি কথা ব'লেছি, ওরে ভাই! ছি ছি!
কোথা পাব ফল আজ যে ভীষণ রণ!
উঠরে লক্ষ্মণ, করি গিয়ে রণ
রাবণেরে এইবার করিব বন্ধন।
উঠ সৈন্য সবে, হুহুঙ্কার রবে
সাজ সাজরে আজ হবে ঘোর রণ!

ভৈরব হুঙ্কারে, স্মরিয়ে ওঙ্কারে
রাবণেরে আজ আমি করিব নিধন !
কাঁপায়ে ধরণী চলরে এখনি
রাবণেরে আগে মেরে মরিব তখন।
নাশি রক্ষকুল, করিব নির্ম্মূল
নতুবা ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্কঘোষণ।
উঠরে লক্ষ্মণ করি গিয়ে রণ
সীতা উদ্ধারিতে ভাই ক'রেছিলে পণ !
উঠ সব বীর, হোয়েছি অধীর
নাশিব ব্রহ্মাণ্ড আমি দেখ সর্ব্বজন।

গগন।

সামান্য মানব লভি কীটরূপে জন্ম
কি বুঝিব, কি লিখিব গগনের মর্ম্ম
অনন্ত গগনগুণ লিখিতে কি পারি ?
আসিয়াছি অবনীতে দিন দুই চারি।
দিন দুই থেকে মম, হবে ওহে লয়
লখিতে গগনগুণি মনে হয় ভয়।
গগনের পানে চেয়ে অন্তরে বিস্ময়
অবাক্ হইয়া রই সকল সময়।
বালুকণা চেয়ে ক্ষুদ্র, লিখিলাম "কণা"
অসংখ্য তারকারাজি নাহি যায় গণা
এক এক তারা হয় ধরা চেয়ে বড়
চন্দ্র সূর্য্য লক্ষ লক্ষ গগনেতে জড়।
অসীম আকাশ, আমি সীমাবদ্ধ নর
চারি হাত পরিমিত, ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
দেখত আস্পর্দ্ধা কত, এই ক্ষুদ্র নর
গুণাগুণ লিখিবারে কতই তৎপর !
দোষ দেখিবারে চক্ষু দুই হয় চার
কারো গুণ নাহি দেখে, শুধু আপনার।

গগনের পানে চেয়ে হই জ্ঞানহারা
বিস্ময় বিহ্বল হই পাগলের পারা।
যে রবির পানে নর চাহিতে না পারে
বলত কেমনে আমি বরণিব তারে?
বালুকণা সম কবি, তৃণত লেখনী
কি লিখিবে কবি! কভু যাহারে ত্থাখিনি?
ঝলসিয়া যায় আঁখি চেয়ে যার পানে
যার গুণ জগতেতে সকলেই জানে!
যার তেজ জীবপ্রাণ, সূর্য্য নারায়ণ,
সাধে কিগো তারে পূজে হিন্দু পার্সীগণ?
এ জগতে যেই হয় জীবের জীবন
অবশ্যই অসম্ভব সে গুণবর্ণন।
কে জানে কতই সূর্য্য গগনেতে স্থিত
কতই পৃথিবী আছে চিন্তার অতীত?
ক্ষুদ্র কবি দেয় অতি ক্ষুদ্রই উপমা
দীপাবলী সনে দেয় নক্ষত্র তুলনা।
পৃথিবীর দ্রব্যসনে, উপমা গগনে?
আত্মার উপমা দেয় জড় দ্রব্য সনে?
উপমা না দিলে বুঝি বাঁচে নাক প্রাণ?
অনুপমে করে উপমাতে অপমান!
এক হাত উড়িবার নাহিক ক্ষমতা
কোটী কোটী যোজনের কি কহিব কথা?

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গুণে করেন নির্ণয়
কোন্ তারা ধরা হ'তে কত দূরে রয় ?
আছে কি নক্ষত্রে জীব, আছে কি প্রকার !
নরনারী জীবজন্তু হাজার হাজার !
সেখানে আছে কি এই পবনের গতি
পর্ব্বত সাগর আছে, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ?
অগ্নি আছে, জল আছে কিবারূপ ধরে !
অমর মানুষ সেথা কিম্বা তারা মরে ?
আমরা মানুষ তাই জানিবারে চাই
মানুষ সেখানে আছে, কিম্বা কেহ নাই ?
কায়া মায়া মানুষের সেখানে কিরূপ ?
কহিতে পারে কি কথা ! কিম্বা থাকে চুপ ?
আছে কি নয়ন, তারা দেখিতে কি পায় ?
আমাদের মত তারা টাকা কড়ি চায় ?
আছে কি নাসিকা আর আছে দুই কর্ণ
কাফ্রীদের মত কাল, কিম্বা শ্বেতবর্ণ !
তারাও কি ভাল বাসে, ভাল বাসে কারে ?
সেখানেও রমণীরা ভুলাইতে পারে ?
তরু লতা আছে তথা ? কিম্বা কিছু নাই ?
সেখানেও জীবগণ করে "খাই খাই" ?
করয়ে রন্ধন কিম্বা খায় তারা কাঁচা
সেখানেও আছে রোগ, আছে মরা বাঁচা !

কোটী কোটী প্রশ্ন কর, কে দিবে উত্তর
যত কবি ভেবে ভেবে হইল ফাঁফর।
কি বিপদই হ'য়েছিল আকাশেতে উঠে
পৃথিবীতে এসে মুখে কত কথা ফুটে।
অবলীলা ক্রমে দেখি এ লেখনী ছুটে,
মাটীর মানুষ ভাল মাটীতেই লুঠে।
কত আশা ক'রেছিনু সবি হ'ল মিছে
ব্যোমযানে উঠে যেন প'ড়ে গেনু নীচে!
কল্পনা অতীত ওই অসীম আকাশ
কি লিখিব, কি বলিব, হ'য়েছি হতাশ।

এক।

এক অঙ্ক ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব মূলাধার
সকলিত এক, জেনো এই বুদ্ধিসার।
গণিত জ্যোতিষ আর অঙ্ক শাস্ত্র যত
সকলেই জেনো ওই এক পদানত।
লক্ষ কোটী কোথা পেতে, না থাকিলে এক ?
একের অনন্ত গুণ, ভেবে তুমি দেখ।
সকলের ছোট সংখ্যা, সর্ব্ব শাস্ত্র ভিত্তি
ছোট বড় বোঝা ভার, একেরিত কীর্ত্তি।
সকলের ছোট, এক, সকলের বড়
বুদ্ধির অগম্য বটে, সর্ব্ব শাস্ত্র পড়।
কে সৃজিল এই অঙ্ক বুদ্ধিতে বিরাট
সাধারণ নয় নর, গণিত সম্রাট।
আমি বলি কিছু নাই, খালি আছে এক
দুই কিম্বা বহু জ্ঞান খালি ভ্রমাত্মক।
কেউ বলে জড় আত্মা আছে দুই ভিন্ন
নাম দিতে বড় পটু, নির্ব্বুদ্ধির চিহ্ন।
হয় সব হয় জড় কিম্বা আত্মাময়
একেরি অস্তিত্ব আমি দেখিত নিশ্চয় !

জড় শুধু দেখ তুমি জড়-বুদ্ধিগুণে
আশ্চর্য্য আমিত হই দুই কথা শুনে।
যারে তুমি বল গুণ, লও দেখি কেড়ে
আরত থাকেনা জড়, কোথা যায় উড়ে।
ওই দেখ সাদা দুধ, গুণ গুলি কেড়ে
বাকি কি থাকিবে বল, খালি রবে কেঁড়ে।
যে দ্রব্যের যত গুণ, সবি যদি যায়
জড় দ্রব্য তবে আর দেখিতে কে পায়?
যদি বল গুণগুলি তারাওত জড়,
তা হ'লে ত আত্মা নাই, সেই বুদ্ধি দড়।
তাই বলি বোলো না হে আছে দুই দ্রব্য
এক দ্রব্য আছে বল বৈজ্ঞানিক নব্য।
গুণ যদি হয় জড়, আত্মা তবে কোথা
আত্মা আত্মা ক'রে তবে কেন মাথা ব্যথা?
এক এক আত্মা দেখ এক এক দেহে
আত্মারও কি হয় অংশ? বলতুমি কিহে!'
যদি বল তাত নয়, আত্মা ব্যাপ্ত সর্ব্ব
তা হ'লেই জড় বুদ্ধি হ'য়ে গেল খর্ব্ব।
অণু, পরমাণু যদি আত্মা ব্যাপ্ত থাকে
আত্মাছাড়া তবে আর দেখ তুমি কাকে?
হয় বল সবি আত্মা, তাতে আমি রাজি
নয় বল সব জড়, জড়-বুদ্ধি পাজি।

কত দেশে এই অ্যাকে কতরূপে লেখে
কত লোকে এই অ্যাকে কতরূপে ভাখে।
একা যাই, একা আসি, পথে সবে দেখা
একের উপরে দেখ এ ব্রহ্মাণ্ড রাখা !
"এক শ্চন্দ্রস্তমোহন্তি" চাণক্যের বাক্য
খণ্ড চন্দ্র দেখে তাঁর শ্লোক চাকচিক্য।
তাই বলি সব ছেড়ে ভাল বাস একে
যোগীগণ সর্ব্বত্যাগী একে খালি দেখে।
ঐক্যতাতে এতগুণ তাই ওহে থাকে
একের অনন্ত গুণ বলিব কাহাকে ?
আমি তুমি সব এক, কোথা পেলে দুই,
জগন্নাথ ক্ষেত্রে থেকে দেখ তুমি পুঁই।
একের অনন্ত গুণ বর্ণিতে কি পারি
আমি দেখি একময় সকল সংসারি।
নির্গুণ একের তুমি কোথা পেলে গুণ ?
জড় আত্মা দুই ভেবে হ'লে তুমি খুণ।
সকলিত এক, আর সে এক নির্গুণ
দোষ গুণ খুঁজিবারে কেন হে নিপুণ।
দোষ গুণ কিছু নাই, কিছুইত নাই
যদি কিছু থাকে তবে "এক" আছে ভাই
তাই বলি এ ব্রহ্মাণ্ড সবি একাকার
সাকার কি নিরাকার বোলোনাক' আর।

সবি যদি একাকার, কি পাবে ঠিকানা
আমরা সবাই ভাই দিন-রাত-কাণা।
একে ভাব সবে ওহে, একে ভালবাস
অধিক বাসিলে ভাল চরিত্রের দোষ !
একে ভালবাসে যেই, সেই হয় জ্ঞানী
একে ভালবাসি আমি একেইত জানি।
একে ভালবাস মন, একে ভালবাস
মিনতি করিয়া বলে, কবি হরিদাস।

দুই।

সংসারে সকলি দুই, একা কিছু নাই রে
দেখ নর, পশু, পাখী, দুই দুই পাই রে।
একা সংসারের সৃষ্টি কভু না সম্ভবে
একা আসি, একা যাই, কেন বলি তবে ?
শুধুই কি জীবগণ ? যত তরুলতা
এরাও একাকী নয়, শুন সার কথা।
সন্তান-সন্ততি-শূন্য হ'ত এ সংসার ?
এক হ'লে হ'ত খালি সবি একাকার !
পুষ্পরেণু মধ্যে দেখ আছে নর নারী
তাই বলি জড় যত সকলে সংসারী।
প্রকৃতি পুরুষ তাই হিন্দু শাস্ত্রে বলে
এ অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জন্মে উভয়ের বলে।
পুরাণে কোরাণে ওহে পাবে দুটা দুটা
রাধা কৃষ্ণ, রাম সীতা, সততই জুটি।
একের নাহিক গুণ অঙ্কশাস্ত্র দেখ
এক দিয়া গুণ ক'রে সেই অঙ্ক রাখ।
এক দিয়া কর ভাগ, ক্ষতি বৃদ্ধি নাই
একের কি গুণ আমি খুঁজিয়া না পাই !
এক সর্ব্ব মূলাধার গণিতেতে গণি
যোগেতে একের গুণ অবশ্যই মানি।

বিয়োগ হইলে কিন্তু এক আসে হাতে *
তবেত বিয়োগ শ্রেষ্ঠ, যোগ অধঃপাতে।
হ'তে পারে ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মূল
কেমনে হইবে আমি ভাবিয়া আকুল।
বেদব্যাস নই আমি হই বঙ্গকবি
দুনিয়া দম্পতি-পূর্ণ দেখি আমি সবি।
জীব জড় শুধু নয়, দেখ দেখি ভেবে
দুই ভিন্ন কথা নাই, এক কোথা পাবে ?
পাপ পুণ্য, এক ভিন্ন অন্য নাহি হয়
দুই আছে, কেউ নাই, একা কেহ রয় ?
পুণ্য ছাড়া পাপ কোথা, পাপ ছাড়া পুণ্য ?
অথবা দুইই নাই তবে সব শূন্য !
ভাল ছাড়া মন্দ কোথা, মন্দ ছাড়া ভাল
তেমনি দুইটী দেখ, অন্ধকার আলো !
সুখ দুখ দুই দেখ সংসারের সার
তাই আমি সবই দুই বলি বারে বার।
দুখ না থাকিলে, কভু থাকিত কি সুখ ?
সংসারে সকলি তাই দেখ দুই-মুখ ?
কিছুরি অস্তিত্ব তুমি কেমনে জানিবে,
অনিস্তত্ব আছে তবে অবশ্য মানিবে !
অজ্ঞানতা বিনা কভু হয় কিহে জ্ঞান,
সবি দেখ দুই দুই প্রত্যক্ষ প্রমাণ !

---

* উদ্ধব সংবাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে, বৈষ্ণবেরা বুঝিবেন

পুরুষ প্রকৃতি তাই হিন্দু শাস্ত্রে দেখি
সদা দুই বর্ত্তমান দেখেন বিবেকী।
হরমজ্দ আরিমান দেব ভাল মন্দ
পারসীরা ভাবে, দুই সদা করে দ্বন্দ্ব।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কোথা পেলে তিন ?
গূঢ় অর্থ এর আছে বুঝিবে প্রবীণ।
বিষ্ণু ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থানে আর সর্ব্ব দেবে
ব্রহ্মাতেও বিষ্ণু ব্যাপ্ত আর মহাদেবে ;
বিষ্ণুর নাহিক জন্ম, নাহিক মরণ
বিষ্ণুতে নহেত ব্যাপ্ত এরা কদাচন।
ইহাতে প্রমাণ হয় দেব দুই মাত্র
ব্রহ্মা আর মহেশ্বর ; বিষ্ণুত সর্ব্বত্র।
বিষ্ণুর অস্তিত্ব কই স্বতন্ত্র ত নাই
দুই দুই সবি দেখ, বলি আমি তাই।
এক ভিন্ন দুই কভু সম্ভব না হয়
তথাপি বলিতে হবে দুই সর্ব্বময়।
সত্য বিনা মিথ্যা কোথা, মিথ্যা বিনা সত্য
কেমনে বলিব তবে "এক সত্য নিত্য ?"
জনম মরণ দুই, সকলেই জানি
অথবা দুইই নাই, বুঝিবেন জ্ঞানী।
তাই বলি কিছুরিত না বুঝিনু তত্ত্ব,
একত্ব পাইনা খুঁজে, সবি দেখি দ্বিত্ব।

সত্য মিথ্যা দুই নাই যদি তুমি বল
ধর্ম্ম নিয়া দেখি তবে লাগে গণ্ডগোল।
তাই বলি ধর্ম্মাধর্ম্ম জানা বড় দায়
তাই বলি দুই দুই কথায় কথায়।
দুই না থাকিলে যদি কিছুই না থাকে
এক ব'লে তবে কেন পরব্রহ্মে ডাকে?
কিছুই নাহিক যদি করহ স্বীকার
তাহাতে কিছুই নাই আপত্তি আমার!
তাই বলি দুই দেখ সকল সংসারে,
পুরুষ প্রকৃতি বাঁধা দেখ দ্বারে দ্বারে।

তিন।

হোমর মিল্টন কবি দৃষ্টিশক্তিহীন
যত কবিদের দেখ দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ !
বঙ্গে দেখ হেমচন্দ্র, হিন্দে সূরদাস
ক্ষীণ অক্ষি ক্ষুদ্র কবি আমি হরিদাস !
কভু দেখি এক, আর কভু দেখি দুই
তিন দেখে বুঝি হায় ! চক্ষু হীন হই।
পরব্রহ্ম এক হন এ কথা ত সত্য
পুরুষ প্রকৃতি দুই, কিবা এর তত্ত্ব ?
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিদেব প্রধান
সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের করেন বিধান।
ঈশারাও মানে তিন, দেখ বাইবেলে
ঈশ, যীশ, হোলি ঘোষ্ট সেখানেতে মেলে !
শুধুই কি তাই ! দেখ সত্ত্ব রজঃ তমঃ
ত্রিগুণাত্মক সব মানবের কর্ম্ম।
বিষম বিপদে প'ড়ে ভাবিয়া আকুল
কারে মানি, কারে ছাড়ি, করি পাছে ভুল।
স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিভুবন
তিনটী পুরুষ পাবে পড় ব্যাকরণ।

ব্যাকরণে আরো পাবে তিনটী বচন
তিনেরে বিশ্বাস কিন্তু নয় কদাচন।
ত্রিকাল ত্রিকাল বলে মানবমণ্ডলী
ত্রিপাদ ভূমিত দিয়ে, পাতালেতে বলী।
ভূত ভেবে হ'ল ভূত হিন্দ আর চিন
এই দুই দেশ দেখ বড়ই প্রাচীন।
ভবিষ্যৎ ভেবে ভেবে হাড় হ'ল কালী
বর্ত্তমান নিয়ে আমি মত্ত থাকি খালি।
কি ছিলাম, কি হ'য়েছি, আর কিবা হব
কে পারে জানিতে বল, জেনে কিবা লাভ ?
ত্রিবেণীতে হয় পুণ্য, যদি কর স্নান
তিনের কতই গুণ করিব বাখান।
আমি, তুমি, তিনি ওহে তিন জন ভাল
উত্তম পুরুষ আমি, জানি চিরকাল।
ত্রিকালজ্ঞ নই আমি তাই বড় দায়
কি জানি কি হবে শেষে, কি হবে উপায়।
একে ভাবি, দুয়ে ভাবি, কিম্বা ভাবি তিন,
ভেবে ভেবে, হায়! হায়! যায় রাত্রি দিন।
দুঃখ ও আনন্দ হয় তিনই প্রকার
ব্রহ্ম স্বরূপ তিন, শাস্ত্র সমাচার।
মায়া তিন আর হয় তিন মনোবৃত্তি
তিনেরি দেখিত এই ত্রিপুটীর কীর্ত্তি!

ব'সে ব'সে আমি গুণি এক, দুই, তিন
গণিতে পণ্ডিত হই, ধর্ম্মকর্ম্মহীন !
কিবা ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম না জানি বিশেষ
এক দুই তিন গুণে, এ জীবন শেষ ।

কবিতা।

(সুখতাওয়া নদীতীরে, জেলা বেতুল)

কবিতা কুসুম কলি করেছি চয়ন,
কবিতাই দেখি যেথা ফিরাই নয়ন।
কবিত্ব সম্পূর্ণ সৃষ্টি, ব্রহ্মা মহাকবি
যা দেখ জগতে ওহে কবিতাই সবি !
রবি শশী আর ঐ তারকার রাজি
কবিত্ব সাম্রাজ্য রাজে কি সুন্দর সাজি !
ছোট বড় যত দ্রব্য যাহারে নিরখি
কবিত্ব ভাণ্ডার আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে দেখি !
উষাতে উদয় রবি, কবিত্বই নিত্য
সায়াহ্নে সবিতা সত্য কবিতার চিত্র !
কবিতা অমিয়মাখা শশী সুশীতল
ঢালে কবিতার রাশি জোছনার ছল !
কবিত্ব-প্রদীপ জ্বলে এক এক তারা
কাহারে বর্ণন করি দেখে দিশে হারা !
এই ক্ষুদ্র ধরাধাম নরের আবাস
কবিতা করিছে এর অঙ্গে অঙ্গে বাস !
কবিতা সমুদ্র কবিতাত নদ নদী
কবিতা করিছে ব্যক্ত সবি নিরবধি !

প্রাণীপুঞ্জ কবিগুঞ্জ প্রকৃতির গলে
কবিতা করিছে বাস অনলে অচলে !
সকলেই কবি, ওহে কবি কেবা নয় ?
ভাব প্রকাশিতে পারে, তারে কবি কয় !
ভাবের অভাব নাই এ ভবসংসারে,
ভাবিলে ভাবুক সবে হইতেই পারে।
এক এক শাস্ত্রে হয় কবিতা অগার
জ্যোতিষ গণিত আদি কতই প্রকার !
এক এক অঙ্ক হয় কবিত্বের কণা
যা দেখ সকলি ওহে কবির কল্পনা।
এক এক ফুল হয় কবিতার তোড়া
তরু লতা কবিতাই দেখ আগা গোড়া।
এক এক বৃক্ষপত্র কবিত্ব বিচিত্র
ফল ফুল প্রকৃতির কবিতার চিত্র।
কবিতা-মাধুরী মাখা মানুষের মুখে
কবিতা দেখিতে পাবে সুখে আর দুখে !
হাসি কান্না হয় দুই কবিতা-বিকাশ
সভ্যতাতে হয় খালি কবিতার নাশ।
কবিতা-সাগরে মগ্ন সবি বার মাস
নীচেতে অবনী আর উপরে আকাশ।

মানব।

(নিমপানি, জেলা বেতুল)

কেনরে মানব তুই যেই স্থানে যাস্
স্বভাবের শোভা কেন করিস বিনাশ !
যেখানেতে পড়ে দেখি তব পদধূলি,
অন্য যত জীব সবে ভয়েতে আকুলি।
দূরে যায় পাখীগণ দেখিলে তোমায়
দেখিতে তোমার রূপ কেহ নাহি চায়।
কেন বা চাহিবে ? হেন স্বার্থপর জীবে ?
সকলি লইতে জানে, কিছু নাহি দিবে।
কে বলে জীবের শ্রেষ্ঠ, তুমি জীবাধম
ওহে নর ! তুমি হও নিতান্ত নির্ম্মম।
পর্ব্বত-বেষ্টিত আমরি ! সুন্দর স্থান
বনে বনে আহা ! কিবা পাখী গায় গান।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান কিবা মনোহর,
এখানেও তুমি দেখি বাঁধিতেছ ঘর !
শুনিলে তোমার রব পাখী যাবে উড়ে
তোমার জ্বালায় জঙ্গল যাইবে পুড়ে।
কতই সুন্দর তরু করিবে ছেদন,
বনের বিহঙ্গে দিবে কতই বেদন !

অন্য জীবে বধিবারে মনে কত সাধ
আপনি মরিতে তবে কেন এত কাঁদ।
শীকারের কত সাধ, বড়ই শিকারী
অন্য প্রাণী ক'রে নাশ, খুসী হও ভারি।
বনের বিহঙ্গ বধ, নিরীহ হরিণ
আপনি বাঁচিতে কিন্তু চাও চিরদিন।
দয়া মায়া স্নেহ আর কত ভালবাসা
কত মিছে কথা কও, কেবলি তামাসা।
হৃদয়েতে দয়া মায়া নাহি তব লেশ
দয়াময় দয়াময় ডাক পরমেশ।
নৃশংস নির্লজ্জ জীব, পৈশাচিক পশু,
দয়া মায়া নিয়ে আর ফেল নাহে আঁশু।
কপটতা ছেড়ে দাও, হও হে সরল
ধ'রেছ মানব জন্ম বৃথাই কেবল!
ওই যে কাছেতে দেখি পাদরীর থানা
এইবার দয়ামায়া বেশ যাবে জানা।
নন্দনকানন হবে কোলাহল ময়
বন্দুকের শব্দ আর পক্ষীকুল ক্ষয়।
পাখীরা গাবে না, চেঁচাবে মানুষ যত
চেঁচাচেঁচি, নাচানাচি দেখিবে নিয়ত!
হা হা হাসি, হো হো গান, কাণে লাগে তালা
এইবার পড়িয়াছে পাদরীর পালা।

শ্যাম দূর্ব্বাদলশোভা পাবনা দেখিতে
শ্যামল বিটপি দল নাশিবে চকিতে।
নাশিতে প্রকৃতিশোভা মানুষ সৃজন
প্রকৃতির একি রীতি বুঝে কোন্ জন ?
আপনা নাশিতে করে আপনি সৃজন
গূঢ় মর্ম্ম কিবা এর, কে জানে কারণ !
তাই বলি মানুষের হয় যদি লয়
প্রকৃতি সতত থাকে পূর্ণ শোভাময়।
থাকে নাক' আবর্জ্জনা মূত্র আর মল,
পবিত্র প্রকৃতি শোভে কিবা সর্ব্ব স্থল !
থাকে নাক' শোক দুঃখ বিবাদ কলহ
কুশলেতে অন্য প্রাণী থাকে অহরহঃ।
থাকেনা ক' জেল আর থাকে নাক' ফাঁসি,
উঠে যায় মানুষের কান্না আর হাসি।
সুখে থাকে যত জীব তরু আর লতা
এমন সুখের দিন পাবে আর কোথা !
সর্ব্বনেশে মানুষের হবে যবে নাশ,
প্রকৃতি হইবে সুখী বলে হরিদাস !

ভুল।

যা লিখিনু, যা বলিনু সবি হ'ল ভুল
যা করিনু এ জনমে ভরম-সঙ্কুল।
ভ্রমিতে ভ্রমেতে হায়! মানবজীবন,
আসা যাওয়া সবি ভুল, ওরে ভোলা মন।
ভুলের বাজারে এসে, ভুল বেচা কেনা
ভুলে প'ড়ে এ ভুলেরে নাহি গেল চেনা!
মায়া দয়া সবি ভুল, ভুল ভালবাসা
সুখ দুখ, ভাল মন্দ কান্না আর হাসা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম, সবি ভুল হায়।
সকলি করিলি ভুল, এখন উপায়?
ভ্রান্ত মন শ্রান্ত দেহ সবি হবে শেষ
ভুল করে কেন এলি এ ভুলের দেশ।
ভুলে প'ড়ে এ ভুলেরে বোঝা হ'ল ভার
ভুলে প'ড়ে ভোলা মন! ভাবিস কি আর?

বেণু ও বীণা।

আহা ! বীণা বেজেছিল কিবা কানুকরে
শুনি সেই বেণুরব, মুগ্ধ দেব নরে !
স্থাবর জঙ্গম যত হারাত চৈতন্য,
উজান যমুনা যেত, বৃন্দাবন ধন্য।
বাজিত সে বেণু আহা ! মধুর মধুর,
অনন্তে মিশাত সেই সুমধুর সুর !
ধন্য সেই বেণু, আর ধন্য ব্রজপুর,
সে বেণু বাজেনা আর, কলিকাল ক্রূর।
বীণাপাণি করে বীণা বিদ্যার বাদন,
জ্ঞান, গান, একি কথা ভিন্ন উচ্চারণ।
বাতুলের ধাতুপাঠ, ভুল ব্যাকরণ !
জ্ঞানে গানে করে ভেদ ছি ছি অকারণ !
"জ্ঞানাৎ পরতরো নহি" বুঝেনাত তারা
অজ্ঞানেরা গায় গান, গান জ্ঞান-হারা।
বিদ্যার জননী বীণাপাণি বীণা করে
গাইছেন চিরদিন, সদা সুধা ঝরে !
জ্ঞানের সমুদ্রে খেলে গানের লহরী
যার কণা পেয়ে আজ ধন্য মানে হরি।
যে শুনেছে ওই গান, সেত জ্ঞান-হারা
জ্ঞান পেলে জ্ঞান-নাশ, পাগলের পারা।

তত্ত্বজ্ঞান পেয়ে তাই যোগীরা উন্মত্ত,
জ্ঞানেতে জ্ঞানের নাশ, বলিলাম সত্য।
গানেতে চৈতন্য নাশে, নাহিক সংশয়,
তাই বলি, জ্ঞান গান দুই এক হয়।
হইয়া অমর শুনি সেই বীণা গান
বীণাপাণি চরণেতে রাখি সদা ধ্যান।
আর দুই বীণা ছিল নারদের করে
হরিগুণ গান ঝরিত নির্ঝর-ঝরে।
হরি হরি ধ্বনি বাজিত সপ্তম স্বরে
হরষে মহর্ষি কাঁদিতেন ভক্তি ভরে।
ধন্য, ধন্য, ধন্য ধ্বনি হ'ত দেবপুরে
নাই কি নারদ আর? কিম্বা বহুদূরে।
শারদা নারদ আর নাই হিন্দু স্থানে
মোহিত মানব মন হবে কার গানে?
অথবা এ মর্ত্তভূমে নাই যাতায়াত
ভারতে আরত এত, তাই অধঃপাত।
অথবা সে মহাযোগী যোগ মগ্ন হন,
গান ত্যজি ধ্যানে রত, আছেন এখন।
ভক্তি যোগ ত্যজি বুঝি জ্ঞানযোগে রত
হেন ভক্ত কোথা ছিল নারদের মত?
অথবা নারদ নাই! হরিতে হরিত
কার শক্তি বরণিতে, সে বীণাচরিত?

যে বীণার গুণে নারদে মিলিল হরি,
সে বীণা বাখান আমি কোন্ মুখে করি ?
বিলাইত প্রেম খালি কৃষ্ণের বাঁশুরী
গাইত নারদ-বীণা প্রেমের মাধুরী।
জ্ঞানের গরিমা গায় শারদার বীণা
তবে কি পরম জ্ঞান হয় ভক্তি বিণা !
তত্ত্বজ্ঞানে বীণা গানে যবে মিশে যায়,
এই মর্ত্তে সে মুহূর্ত্তে অমরত্ব পায় !

পার্ব্বণ। (Festival.)

আনন্দবর্দ্ধন তরে পার্ব্বণের সৃষ্টি
পুরাতন জ্ঞানীদের দেখ দূর দৃষ্টি !
রোগ শোক দুখে হায় ! জীবন গাঁথা
আনন্দ আনিয়া দেয়, সেই সত্য দাতা।
সদাই ত কাঁদি মোরা, কাঁদাইত কায
সুখের সংসার নয়, রোদনের রাজ।
এ দুখ সংসারে, যেবা হাসাইতে পারে
তাহারি সুখ্যাতি আমি করি বারে বারে।
ক্ষণেকের তরে নরে যেবা সুখী করে
সেও নিজে হয় সুখী, সুখী করে পরে।
সমাজ গঠন আর আনন্দ বর্দ্ধন,
পার্ব্বণের এই দুই প্রকৃত কারণ।
হিন্দুদের পার্ব্বণের আছে দুই ভাব
পার্ব্বণেতে নাশ করে দুইটী অভাব।
ভক্তিবৃদ্ধি তরে দেবদেবীর সৃজন
দান ছাড়া ধর্ম্ম নাই জানে সর্ব্বজন।
দয়া বিনা দান কভু নাহিক সম্ভবে,
সরস দানের প্রথা হেন কোথা পাবে ?
সমাজ বন্ধন তরে দেখরে প্রণালি
অসভ্য অজ্ঞান ব'লে দিও নাক গালি।

ধর্ম্মের সঙ্গেতে দেখ সমাজ উন্নতি
মনে কর দশমীর বিজয়ার রাতি !
অসভ্য হইলে যদি আনন্দের বৃদ্ধি
চাইনা সভ্যতা আর নীরস সমৃদ্ধি ।
দেব দেবী পূজা, পরে আহারের ঘটা
হিন্দুদের কিবা সমাজ বন্ধন ছটা !
আগে ধর্ম্ম, পরে দান, শেষেতে আহার,
আমাদের পার্ব্বণের আমরি বাহার ।
নির্দ্দোষ আনন্দ যাতে সেই কায ভাল
কাঁদাইতে যেই চায়, সে হয় ভয়াল ।
করুণ রসের আমি না করি গরিমা
শোক হ'তে শ্লোক সৃষ্টি কি তার মহিমা ।
কত কবি খালি দেখি কেঁদে কেঁদে সারা
কান্না স্রোতে কান্না ঢালে, কেঁদে জ্ঞান হারা
কাঁদিতে জীবন যাবে, যতটুকু পার
হেসে লও, সুখী হও, শুন কথা সার ।

মা।

ধরায় আরাধ্যা দেবী জননীরে জানিবে
আজীবন জননীরে দেবী রূপে মানিবে।
জননীর মত ভাই ! কেউ আর নাইরে
হেন দয়াময়ী দেবী কোথা আর পাইরে।
দেব দেবী দেখ নাই, দেখ এই দেবীরে
সার্থক জীবন হোক্ পদ তাঁর সেবিরে।
প্রতিদিন প্রাতে তাঁরে করিবে প্রণাম
নিশ্চয় জানিবে ইথে পূরে মনস্কাম।
দয়াময়ী দেবী দেখ ঘরে ঐ বিরাজে
তাঁরে ত্যজি অন্য দেবী পূজা কিহে সাজে ?
এ দেবী পূজিতে নাই পুষ্প প্রয়োজন
দীপ ধূপ নাহি চাই অগুরু চন্দন !
কিছুই চাইনা, খালি ভক্তি ভরা মন
ভেবোনা মানব ভক্তি বস্তু সাধারণ।
দিন দিন ভক্তিহীন মানবের মন
কিছুতেই নাহি সাধ, অর্থ উপার্জ্জন !
বিদ্যার গৌরব নাই, বিদ্যা অর্থকরী
বিদ্যার কি অপমান, দেখে লাজে মরি।

গৃহেতে বিরাজে দেবী দেখনাত চেয়ে
দেখ খালি আপনার পত্নী পুত্র মেয়ে।
আহা ! কি মধুর নাম ওহে ! মুখে বল "মা'
ওহে মধুমাখা মা মা কথা মুখে বলনা।

বিশ্ব-বিদ্যালয়।

সবাই বালক মোরা এ সংসার মাঝে
কাটাই জীবন মোরা, কে জানে কি কাযে ?
এই বিশ্ব জেনো সবে এক বিদ্যালয়,
আজীবন শিখি মোরা, শিখে পাই লয়।
এ জীবনে কিবা মোরা শিখিবারে পাই
দেখিতে, শিখিতে হায়। এ জীবন নাই।
অসীম সাগর বিদ্যা ; মোরা ক্ষুদ্র প্রাণী
কিবা দেখি, কিবা শিখি, কিছুই না জানি।
এ সাগর বারি যদি এক বিন্দু পাই
অহঙ্কারে ভাবি মোর সমকক্ষ নাই।
লবণাক্ত হয় ওই সাগরের জল
এ সাগর-বারি হয় অমিয় কেবল।
বড়ই মধুর ভাই ! এ সাগর বারি
কত যে মধুর, মুখে বলিতে কি পারি ?
এক এক শাস্ত্র হয় সমুদ্র সমান
এ জীবন অতি অল্প, লভিব কি জ্ঞান !
ভিন্ন ভিন্ন দেশে দেখ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা
এক এক দ্রব্যে দেখ বিজ্ঞানের বাসা।
তা ব'লে কখন ভাই ! হ'ও না নৈরাশ
এক বিন্দু বিজ্ঞানের সেও স্বর্গবাস।

বসি এ সাগর তীরে, হবে সুশীতল
আস্বাদি নির্ম্মল নীর, আনন্দে বিহ্বল।
নেহারি সাগর পানে, কত সুখ পাবে
একবার দেখে আর ফিরে নাহি যাবে।
সাধ হয় এ সাগরে আমি ডুবে মরি
বিদ্যার বড়াই তাই চিরদিনি করি।
কেন আসি, কেন যাই লভি কিবা জ্ঞান
চিরদিনই থাকি মোরা বালক সমান।
চিরদিনি বিদ্যালয়ে গুরু সর্ব্বময়,
চিরকালই এস শিখি. বিশ্ব. বিদ্যালয়।

শূন্য (আকাশ)

অনন্ত আকাশ আর অনন্ত এ শূন্য
কিছু নয়, সর্ব্বময়, অসীম অগণ্য।
আমি বলি সবি শূন্য, আর কিছু নাই
মোটা মোটা যত দেখ, ভ্রম ওটা ভাই!
দ্রব্যত দেখ না, দেখ কেবলি আভাস
ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য ওহে সকলি আকাশ।
ওঁ ওই ব্যোমরূপ জেনো বুদ্ধি সার
দেখেছ কি কেউ ওহে ব্যোমের আকার?
শূন্য সনে গুণ ভাগ শূন্য ফলাফল
পাবে না কিছুই, পাবে শূন্যই কেবল।
দ্যুলোক, ভূলোক সব শূন্যে অবস্থিত,
অনাদি অনন্ত শূন্য হয় ত নিশ্চিত।
নাহি কোন গুণ তাই নাম তার শূন্য
নির্গুণ শূন্যের কোথা পাপ আর পুণ্য?
সকলেরি আছে সীমা, অসীম এ শূন্য
অথবা আকাশ এর নাম এক অন্য।
অঙ্কেরও শূন্য, আর আকাশের শূন্য
দুই শূন্য হয় এক, কিম্বা হয় ভিন্ন?
পঞ্চভূত মধ্যে ভাই! অদ্ভুত আকাশ

নির্গুণ হইয়া করে সর্ব্ব দ্রব্যে বাস।
কিবা জীব, কিবা জড়, শূন্য ছাড়া নয়
তাই বলি এ ব্রহ্মাণ্ড খালি শূন্যময়।
ক্ষিত্যপ্তেজো মরুতের আছে গুণ কত
নির্গুণ আকাশ স্থিত সর্ব্বত্র সতত।
পঞ্চভূত শ্রেষ্ঠ কিম্বা সর্ব্বের নিকৃষ্ট
অনাদি অনন্ত কিম্বা হয় ইহা সৃষ্ট ?
অনাদি অনন্ত আর যদি সৃষ্ট নয়
তবে ত আকাশ দেখি ব্রহ্মরূপ হয়।
পঞ্চভূত মধ্যে দেখি চারিভূত স্থূল
সূক্ষ্ম ভূত আকাশের আছে কোন মূল ?
কিছুই যায়না বোঝা ! সবি বুঝি ভূল,
তাই ভেবে হইয়াছি আমিত আকুল।

কেবল আসা যাওয়া হ'ল সার।

কেবল আসা যাওয়া হ'ল সার
কেবল আসা যাওয়া বারে বার।
কেন আসি, কেন যাই, কেহ বলিবার নাই
মরণের পর, সকলি আঁধার,
দুদিনের তরে এসে, চ'লে যাই কোথা ভেসে
নাহি জানি ফিরে কি আসিব আর।
কোথা হ'তে হেথা আসি, চ'লে যাই কোথা ভাসি
হায়! হায়! সে অসীম পারাবার।
পিতা পুত্র মিত্র জায়া কেন কর মিছে মায়া
কেবা জানে "তুমি কার কে তোমার"।
কেবল আসা যাওয়া হ'ল সার ॥
কি কায করিতে আসা, কেন স্নেহ ভালবাসা
সকলি তামাসা, সকলি অসার!
গেলে কি আসিতে হয়! আছে তার কি নিশ্চয়
কেন এসে মিছে বহি দেহ ভার।
জন্মে জীব ধরাতলে, মাটীতে মিশিবে ব'লে
কায কি এ দেহ—মৃত্তিকা বিকার!
এলে পরে যেতে হয়, একথা ত নিঃসংশয়
ভবে আসা মাত্র দিন দুই চার
কেবল আসা যাওয়া হ'ল সার।

কি করিনু এসে ভবে, যাই করি, যেতে হবে
কে বলিবে কি কারণ আসিবার !
দিন যায় পর কাযে, ম'রে যাই তাই লাজে
নাহি জানি কিবা কায আপনার।
প্রাণীরা পেটের দায়, খুঁটে খুঁটে খালি খায়
জীবনের কায কেবলি আহার।
খেতে শুতে দিন যায়, সম্মুখে শমন হায়।
কে রবে কোথায়—কোথা ঘর দ্বার
আসা যাওয়া করি একা, সংসারে সকলে দেখা
দেখা শুনা হ'ল শেষ, ফুরাল সংসার !
ফুরালরে যত জ্বালা, সাঙ্গ হ'ল রঙ্গ খেলা
চারিদিকে উঠে ওই হাকাকার।
কেবল আসা যাওয়া হ'ল সার ॥

গল্প ও ছড়া।

ইঞ্জিনিয়ারের ছড়া।

পুরাকালে বিশ্বকর্ম্মা আর বিয়াল্লিস্
দুই ভাই সৃষ্টিকর্ত্তা ছিল মহা ঈশ।
বিশ্বকর্ম্মা সৃজিলেন বৃক্ষ নারিকেল
তাল বৃক্ষ বিয়াল্লিশ, দেখাইতে খেল।
এইরূপে দুই ভাই সৃজিল জিনিস
বিশ্বকর্ম্মা আর ওই শর্ম্মা বিয়াল্লিশ।
ম'রেছে অনেক দিন নাহিক সংশয়
সেই বংশে ইঞ্জিনিয়র, দেখ জন্ম লয়।
শত কর্ম্মা সাহেবেরা হারায় সকলে
সব কায তাহাদের চলে কিবা কলে!
কেন বিধি দিয়াছিল মানুষে দু হাত
কলেই সকলি হয়, কলে প্রণিপাত!
কলির দেবতা ওই কল আর জল
কলে কলে আমাদের ক'রেছে বিকল!
কলেতে সকলি হয় এই কলি কালে
না বুঝিয়া দুখ ভোগ ভারতের ভালে।
পুরাতন সৃষ্টি আর চেনা নাহি যায়
ভেঙ্গে চুরে করিয়াছে প্রলয়ের প্রায়।
স্থলে করে জল আর জলে করে স্থল,
মানুষ ইহারা নয়, হয় দৈত্যদল।

তাহার প্রমাণ, সুয়েজ যোজক দেখ !
লোহিত-সাগর আর ভূমধ্যস্থ এক।
পর্ব্বৎ কাটিয়া করে রেল রোড কিবা
বৈদ্যুতিক বিদ্যাবলে রাত্রি করে দিবা।
জলে চলে কল আর কলে চলে জল
অমানুষ কর্ম্ম করে, দেখ বিদ্যাবল।
এইবার শুনিতেছি, করিয়াছে ঠিক
এক হবে অ্যাটলাণ্টিক আর প্যাসিফিক্।
প্যানামা যোজক গিয়ে হইবে প্রণালী
রাখিবে না স্থল আর, জল চায় খালি।
বেস কথা এইবার ডুবাও ভারত
দেখিতে পারিনা আর ভারত আরত।
জলময় সব হোক্, হিন্দুনাম লোপ।
ভারতবাসীর প্রতি প্রকৃতির কোপ।
মহামারী নাহি রবে, দুর্ভিক্ষ না হবে
আর না কাঁদিবে, ভারতবাসীরা সবে।
শতকর্ম্মা সাহেবেরা কত যে কি করে
দেখনা আসিছে জল কিবা ঘরে ঘরে।
মরু ভূমি নাহি রবে, হবে বারি পূর্ণ
প্রকৃতির এইবার দর্প হবে চূর্ণ !
বালি গিয়ে বারি হবে "রলয়োর ভেদ,"
কাফ্রিদের এইবার রবেনাক খেদ।

কেপ-কেরো রেল হবে, চ'লে যাবে সোজা
আর না বহিতে হবে বর্ব্বরের বোঝা।
সভ্যতার পরিচয় এইবার পাবে
সত্যবটে স্বাধীনতা চিরতরে যাবে
আমরা হ'য়েছি সভ্য, খেতে কিন্তু পাইনা,
অসভ্য ভারতবাসী ? শুনিতেও চাইনা !
হাতের কব্জায় ঘড়ী চাম দিয়ে বাঁধি
কলেতে সকলি হয়, কলে মোরা রাঁধি !
নদীয় মাহাত্ম্য গেল, সেতু দিলে বেঁধে
দেব দেবী অন্তর্ধ্যান তাই কেঁদে কেদে।
গঙ্গা যমুনার হায় দেখরে দুর্গতি
শোণভদ্র মহাভদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী !
ব্রাহ্মণেরা বক্ষে ওহে ধরে উপবীত
দেখরে ব্রাহ্মণী [১] বক্ষে, একি বিপরীত !
হেঁটে হেঁটে বৈতরণী হ'য়ে যাব পার
স্বর্ণোপরি লৌহ রেখা, [২] আমরি বাহার।
নর্ম্মদার বক্ষোপরি লক্ষ [৩] ভায়াদক্ত [৪]
পুল কথাটা ছিল সোজা, একথাটা শক্ত।

১। ব্রাহ্মণী নদীর উপর সেতু।

২। সুবর্ণ রেখা নদীর উপর সেতু ও রেল।

৩। দেখ।

৪। Viaduct কিম্বা লৌহ সেতু।

সিন্ধুর বন্ধন দেখে আসয়ে ক্রন্দন
কবিত্বের হ'ল নাশ, কবির মরণ।
দুর্গন্ধ প্রদীপ যাবে, বৈদ্যুতিক আলো
কে চায় প্রদীপে বল ? এটা হ'ল ভাল
সোণার ভারত হ'ল লোহার মূরতি
কেবলি ত দেখি লোহা, লোহার কীরতি।
দেশে দেশে লৌহ দেখ সহরে সহরে
এইবার লৌহ বুঝি পাইবে মোহরে
স্থধুই কি দেশে দেশে ? মানব হৃদয়
লৌহের প্রবেশে দেখ হ'তেছে নিদয়
নিদয় না হ'লে পরে মহার্ঘ লবণ ?
দেবতা নিদয় তাই নির্বৃষ্টি শ্রাবণ।
যাহোক্, তা হোক্, ইঞ্জিনিয়ারের জয়
ভারতের দেখি বাহ্যিক শ্রীবৃদ্ধি হয়।
ভাল ক'রে এই বিদ্যা ভারতে আসিবে
ভারতবাসীর দুখ তবেত নাশিবে।
জমী কিন্তু রবে পড়ে, যাবে চত চাষা
লৌহ কয়লাতে দেশ দেখাইবে খাসা।
চোকে নাকে ধোঁয়া আর থাবা থাবা চুল
চিমনি চুম্বিত দেশ ! শোভায় অতুল
যত কবি যাবে ম'রে, ঢেকে যাবে রবি
আঁধার ভারত ভাল, আঁধারিবে তরি।

রবে নাক ধূলা, খালি কয়লার গুঁড়ো
রবেনাক ধান ভূষি চাল আর কুঁড়ো।
গাছ গাছড়া আছড়াইতে হবেনাক' আর
যাবে ঢেঁকি, যাবে মরাই, মরাই হবে সার।
চাল আসবে বর্ম্মা হ'তে, পেরু হ'তে গোরু
মিসর হ'তে আস্‌বে মসূর আহা সরু সরু ?
গিণি হতে আস্‌বে গুড়, চিন হ'তে চিনি
দেশ দেশের জিনিস যত টাকা দিয়ে কিনি !
টাকা আস্‌বে কোথা থেকে, সেই কথাটা মন্দ
লোকে বলে টঁ্যাকশাল হ'য়ে গেছে বন্ধ।
সোণা গ'লে মোহর হবে, পাব থ'লে থ'লে
কেমন ক'রে পাব, সেটা কেটা দেবে ব'লে !
বেচ্‌বে কাপড়, বেচ্‌বে কাগজ, ছুরী আর কাঁচি
মিলে মিলে মিল্‌ হবে, দেখ্‌বো যদি বাঁচি।
টাটা সেটা বোঝে ভাল, আমি দেখি ধোঁয়া
রাশি রাশি কয়লা আর রাশি রাশি নোয়া।
কোটী কোটী চাষার ছেলে ক'রবেনাক' চাষ
চাষার ছেলে হবে সবে মেক্যানিকে পাশ।
ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে পাবে তবে মিল
লক্ষ লক্ষ চিম্‌নি প'রে লক্ষ লক্ষ চিল !
মহামারী দুর্ভিক্ষের হাত থেকে এড়াই
তার উপর এদিক ওদিক লড়াই

ইংরাজের সত্য বটে সকলি বড়াই,
কবিত্ব কিছুই নাই, কেবলি কড়াই §
ইঞ্জিনিয়র মহাশয় দ্যাখে লৌহ কয়লা
পরিষ্কার নিজে থাকে, হয়নাত ময়লা।
রাস্তাতে ঢালেন ধূলা দুর্ভিক্ষের কালে
বর্ষাকালে ধূয়ে যায় বৃষ্টি যখন ঢালে।
অপার মহিমা তব ইঞ্জিনিয়র ভায়া
বুঝিতে পারি না তব মেকানিক মায়া!
অর্থ ব্যয় রাশি রাশি, খাসা খাসা কাজ
তবগুণে শোভা পায় ইংরাজের রাজ!
চাঁদির চাক্তি কর ব্যয় যেন খোলা কুচি
ছিনি বিনি খেলিবার এত কেন রুচি
করিহে মিনতি ওহে তুমি মহোদয়
ভারতে সুখের সূর্য্য হবেনা উদয়।
ইংরাজ কতই চেষ্টা করে প্রাণপণে
কে জিতেছে কোন্ কালে প্রকৃতির রণে?
দেখ ওহে মহামারী, দেখহে দুর্ভিক্ষ
ওলাউঠা ও বসন্ত মারে লক্ষ লক্ষ!
বঙ্গোপসাগর আর দেখ হে আরব
এই দুই মিলাইয়া দাও মহাভব!

---

§ Prosaic hardness.

পূরবে আসাম আর পশ্চিমে পঞ্জাব
ডুবাও ডুবাও দেখি তোমার প্রভাব।
ইংরাজের রাজ্যে দেখ বহুতর সুখ
ভারতবাসীর তবু যায় নাত দুখ ?
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ইংরাজ সকল
নাশিতে দারিদ্র্য দুখ জানেনা কেবল।
ভারত উপরে দেখ প্রকৃতির কোপ
জেনোহে নিশ্চয় হবে হিন্দু নাম লোপ !
ইংরাজ রাজত্বে ওহে সকলি কুশল
দরিদ্রের তবে কেন বহে অশ্রুজল ?
বিদ্যার উন্নতি আর কত সুবিচার
দরিদ্রেরা কিন্তু হায় ! করে হাহাকার !
ইংরাজের দোষ নাই, দোষ বিধাতার
ঘেরিল ভারতে ওই ঘোর অন্ধকার ?
তাই বলি ভারতেরে তোমরা ডুবাও,
করি আশীর্ব্বাদ ওহে সর্ব্বসুখ পাও।

ডাক্তারের ছড়া।

ডাক্‌তার ডাকতার দিন রাতি চলে
খেতে শুতে নাহি পার অদৃষ্টের ফলে।
হাত পেতে দুই টাকা কিম্বা টাকা চার
রক্ত পূঁজ কত ঘাঁটে নাহি সংখ্যা তার।
রাত হ'লে কারে কারে পাওয়াই মুস্কিল,
ঘরে গিয়ে ভাল ক'রে বন্ধ করে খিল।
ঘরে ঘরে যায় আর গায়ে ঘাম ঝরে
জ্বর ভালো করে কেউ কুইনেনের বরে।
নাড়ীজ্ঞান নাই কেউ, কাচকলে মাপে
অথবা বিচারে জ্বর গায়ের উত্তাপে।
সে কালেতে ছিল বৈদ্য এম্নি নাড়ীজ্ঞান
বলিতে পারিত ঠিক কবে যাবে প্রাণ।
সে দিন গিয়াছে চলে ব্যবস্থা নূতন
কলে চলে সব কায, আশ্চর্য্য ঘটন।
নরুকে আরক কত দেয় শিশি শিশি
কেউ রাঙ্গা, কেউ শাদা, কেউ কালো মিশি।
শিশির উপরে কিবা দাগ দাগ আঁকা!
ওযুধ খাইতে কেন মুখ কর বাঁকা?
কেউ ঝাল, কেউ টক, কেউ কিছু তেত
সে কালেতে রোগী যত গাছ গাছড়া খেত!

জড়ী বুটী মুঠি মুঠি হামানেতে কুটে
পুরিয়া বাঁধিত ছিছি ! যতেক আখ্‌খুটে !
এমন সুন্দর শিশি ছ্যাখে নাই চোকে
শিশির রূপেতে ভূলে দেয় টাকা লোকে !
রোগী ভাল হ'লে তবে দুই আনা দিত
দরিদ্র রোগীর কাছে কিছু নাহি নিত !
সুন্দর শিশিটী দেখে যায় রোগী ভুলে
ঝন্ ঝন্ টাকা সোল বাকস খানি খুলে।
ডাক্তারের ঘরে ঘরে দেখ ডিস্পেন্সারি
কিবা শোভে শিশি সব আহা সারি সারি।
সাধ হয় প্রাণ দিয়ে এ ঔষধ খাই
তাই মনে ভারি দুখ, হাতে পয়সা নাই !
এক আনা সিঙ্কোনা, একটী শিশি জল
একটী টাকা দাম তার, আমরি কৌশল।
পাঁচ বচ্ছর প'ড়ে শেষে বেতন পঞ্চাশ
মেডিকেলে প'ড়বে আগে এলে কর পাশ।
একশ, দুশ, হদ্দ হবে তিনশ টাকা মাইনে
তবু বল মিছে ছিছি ! বেশী টাকা পাইনে।
ভাল সহর পেলে তবু ভিজিট ভাল আসে
নইলে পরে মাইনে মেলে শুধু মাসে মাসে।
জীবন বাঁচায়ে যারা পায় এত অল্প
এর চেয়ে বেশী মিলে, লিখে খোস গল্প।

তাই দেখে কেউ কেউ খুলে ডিস্পেন্সরি
রোগীদের সর্ব্বনাশ, কার দোষ ধরি ?
হুমোপ্যাথির এইবার পড়ে গেছে ধুম
কবিরাজের এত দিনে ভেঙ্গে গেছে ঘুম।
খবর কাগজ খুলে হেন মনে হয়
এই বার নর বুঝি চিরজীবী রয়।
পিল পিলে পিল খাও সব রোগ যাবে
এই বার সকলেই অমরত্ব পাবে।
যত বাড়ে চিকিৎসক তত বাড়ে রোগ
ওষুধ বিষুধ খাওয়া খালি কর্ম্ম ভোগ।
না খেলেও মন কিন্তু প্রবোধ না মানে
মনকে প্রবোধ দিতে চিকিৎসক আনে।
হুমোপ্যাথির এক ঔষধ নানা রোগ নাশে
অম্লপিত্ত যকৃৎ প্লীহা জ্বর আর কাশে।
এক ফোঁটা ওষুধেতে একটা সের জল
তবু রোগী বেঁচে থাকে অদৃষ্টের বল।
কোন কোন ডাক্তারের গুণ কব কি,
রোগী খায় খাবি, দাও ডাক্তারের ফি।
এ দেশে হাকিম দেয় খাইতে খোরাক
রোগী খেয়ে খালি করে হোয়াক্ হোয়াক্ ;
সকলেরি ভাল আছে, মন্দ নিয়ে ছড়া
(হাসি চাও, তবে চাই ছড়াগুলি পড়া।)

ভাল ভাল চিকিৎসক শত শত আছে
তাঁদের বিদ্যার বলে কত রোগী বাঁচে।
এমন ব্যবসা আর পৃথিবীতে নাই
পর উপকার ব্রত চিকিৎসককে চাই।
জীবন বাঁচায় যারা কি কব সুখ্যাতি
নানা রোগ নাশ করে যারা দিবারাতি।
ধ'রেছে জীবন পর উপকার তরে,
বিনা অর্থে দরিদ্রের রোগ দূর করে—
তবে সেই চিকিৎসক জীবন সফল।
এমন ব্যবসা আর কিবা আছে বল।
ধনী রোগী কাছে ধন অবশ্যই নেবে
দরিদ্র রোগীরা ধন কোথা থেকে দেবে।
জেনো পর উপকার জীবনের সার
ধন্য এ জীবন তুমি ধ'রেছ ডাক্তার।

উকীলের গল্প।

এক উকীলের গল্প বলি এইখানে
এদেশেতে তার নাম সকলেই জানে।
খুনী মকদ্দমা পেয়ে বলিল মক্কেলে
আমাকে উকীল কর্ যাবিনিকো জেলে।
দুশ টাকা নিয়ে সেত উকীল হইল
আদালতে গিয়ে সেত অনেক বকিল।
মাজিষ্ট্রেট মহাশয় অতি সদাশয়
"অকস্মাৎ খুণ" ব'লে জেল মাস ছয়।
রাগেতে উকীল বাবু কাঁপে থর থর
মক্কেলকে ডেকে বলে আপিলত কর্।
এইবার যাবি ছেড়ে, দুশ টাকা দে
দু মিনিটে ছাড়িয়ে দেব, লিখে প'ড়ে নে।
মক্কেল ভাবিল বুঝি সত্য কথা হবে
উকীল আপীল করে সেশনেত তবে।
সেকালে সেশনে সাজা পারিত বাড়িতে
উকীল বকিল হাত নাড়িতে নাড়িতে।
দুশ টাকা নিয়ে সেত নশ কথা বলে।
শেষ কালে মোকদ্দমা দিল সেই জলে।
শেসনে হুকুম হ'ল, হবে কালাপানি
উকীল চলিল ঘরে, মুখে নাই বাণী।

গাড়ী থেকে ডেকে বলে শুন হে মোক্তার
এইবার ছাড়াইব, দাও দু হাজার।
হাইকোর্ট হাকিমেরা করে, সুবিচার
সেশন জজ বড় গাধা জেনো তুমি সার।
মোক্তার আনিয়া দিল গুণে দু হাজার
দরখাস্ত দেন তবে আইন অবতার।
তর্ক বিতর্ক ক'রে উকীল গেল হেরে,
ফাঁসির হুকুম দিয়ে জজ গেল ঘরে।
গাড়ীতে উকীল বসে গাড়ী যায় ছুটে,
বাড়ী গিয়ে মুখে তার কথা নাহি ফুটে
দশদিন পরে তবে হাওয়া খেতে যায়
দুধারি রাস্তার লোক করে হায় হায়।
জিজ্ঞাসে উকীল ওহে "ব্যাপারটা বল"
সবে বলে ফাঁসি হবে দেখি গিয়ে চল।
চলিল উকীল সঙ্গে সে দেখিনি ফাঁসি
গিয়ে দেখে তারি মক্কেল, মুখে এল হাসি।
উকীল দেখিয়ে তার চক্ষে এল জল
সকলে ভাবিল খুনী হ'য়েছে পাগল।
ডাকিয়া বলিল খুনী কি করিবে শেষে
বড়ই বিভ্রাট দেখে উকীল বলে হেসে।
"রাম রাম ক'রে চড়" না করিও ভয়,
মকুদ্দমা হারি নাই আমারি ত জয়।

লক্ষ লক্ষ লোক ছিল মনে মনে ভাবে
এমন উকীল খুনী কোথা থেকে পাবে !
ইহারি বক্তৃতা বলে গেল খুনী ফাঁসি,
উকীলের মুখে আর ধরে নাত হাসি।
হাসাও অন্যায় ভেবে, ঘরে গেল চ'লে
ঘরে গিয়ে ব'সে ব'সে ভাসে চক্ষু জলে।
বছর তিরিশ আগে সে উকীল ছিল,
ম'রেছে অনেক দিন কেউ না ভুলিল।
ছত্রিশ গড়ে ছিল এক উকীল সুজন
তার কথা বলি সবে মন দিয়া শুন।
সেকালে সে দেশে ছিল ফৌজী হাকিম
মানিত না তারা ওই আইন ঘোড়ার ডিম !
ডেপুটী কমিশনর, জেলা মাজিষ্ট্রেট
আইনেতে ছিল বটে নিতান্ত নিরেট।
একদিন মকদ্দমা কত বকাবকি
মানিল না মাজিষ্ট্রেট উকীলের ফাকি।
ভাবিল উকীল একিরে বিপদ হায়,
পাঁচশ টাকা আজ বুঝি হাত ছাড়া হয়।
মুখ করে কাঁদো কাঁদো চক্ষে বহে জল
এমন উকীল আর কোথা পাবে বল !
তার খোসামোদে বশ সাহেব সকল
"এ কিহে উকীল কেন চক্ষে বহে জল"।

কি বলিব আর প্রভু মক্কেল গেলে জেলে
অনাহারে ম'রবে তার ছোট ছোট ছেলে।
তাই ভেবে চোখে জল রাখিতে না পারি
আর মোর কিবা দুখ, জিতি কিম্বা হারি।
ফৌজী হাকিম ছিল বড় দয়াময়
"বেকসুর খালাস", অহো উকীলের জয়।
বাইরে গিয়ে বলে উকীল "পাঁচিশ টাকা আন্
তোর জন্য কাঁদি আমি, বেটা মোছলমান।"
ভাগ্যে আমি ছিলাম উকীল গেলিনিকো জেল
দু বছর ঠুক্‌তো আজ কর্ণেল সেল।
আমেরিকার উকীলেরা কভু কভু কাঁদে
জুরিদের ফেলিবারে মায়ারূপ ফাঁদে!
উকীলের কাঁদা কিছু নয়ত অন্যায়
উকীলের চোখে জল দেখে হাসি পায়।
আর এক গল্প বলি শুনিতে সুন্দর
এ দেশেতে ছিল এক উকীল প্রবর।
বয়সেতে বৃদ্ধ তাঁর ছিলনাত দাঁত
তারতর্কে হাকিমেরা তখনিত মাৎ
এক দিন কর্ণেল জজ সমাসীন
তর্ক করে আদালতে উকীল প্রাচীন।
পচা মকদ্দমা নিয়ে মরে ভেবে ভেবে
কি করিবে তর্ক ছাই, জজ কিবা কবে?

মকদ্দমা ডাক হ'ল, হাজির উকীল
তর্ক তার শুনে জজ হাসে খিল খিল
শেষ তর্ক করে ওই উকীল প্রাচীন
কিবা জানি আমি বল কেমন আইন!
মোর বাপ দাদা কই আইন করেনি
হুজুর স্বয়ং হন আইনের খনি!
হুজুরের বাপ দাদা আইন লিখেছে
আইন অবতার হেন কোথা দেখেছে!
হুজুর আইন, অন্য আইনে কি কায
আইন হুজুর আজ্ঞা, হুজুরের রাজ!
দুর্দ্দাণ্ড হাকিম হ'ল খোসামোদে জল
উকীলের হ'ল জীত, সুতর্কের ফল।
টানিতেন ফর্সী আর জানিতেন ফার্সী।
হায়! হায়! পুরাতন উকীলের আর্সী
না ধারিতেন তিনি ইংরাজীর ধার
সেদিন গিয়াছে চ'লে আসিবে না আর।
এদেশেতে ছিল এক উকীল সুজন
তাঁর কথা পাঠকেরা মন দিয়া শুন!
বিস্তৃত পশার, ফারসীতে ব্যুৎপন্ন
মকদ্দমা দেখিতেন করি তন্ন তন্ন।
পাল্কী চ'ড়ে প্রতিদিন যেতেন কাছারী
ব্যাহারাদের হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ ধ্বনি হ'তভারি

দুদিকে দৌড়িত দুই ফর্সী বরদার
কেউ দেখে পাল্কী কেউ ফর্সীর বাহার।
যেখানে রাস্তায় ভীড় তাহারা দেখিত
উকীলের চাকরেরা বিশেষ শিক্ষিত !
ডান দিকে নল নিয়ে মুখে দিতে যায়
"আভী নেই" বাঁদিকেতে মুখটা ফেরায়।
বাঁ দিকের ফর্সী ওয়ালা অমনি নল ধরে
"আভী নেই" ব'লে মুখ ডাইনেতে করে।
তামাক যায় জ্ব'লে কিবা দেখিতে তামাসা
"আভী নেই, আভী নেই" অভিনয় খাসা।
পালকী যায় ছুটে, কেবা তামাক খায়
দুধারি রাস্তার লোক অবাক্ হ'য়ে চায়।
গম্ভীর উকীল মুখ, অম্বুরী তামাক
দেখে শুনে পথিকেরা হইত অবাক্।
ফার্সী ফর্সী গেছে চ'লে, এসেছে সিগার
"আভী নেই" আরনেই, গিয়াছে নিগার।
পায়ে বুট মুখে হুট্ আর খিট্ খিট্
যে দিকেতে যায় গাড়ী, সেই দিকেতে পিঠ
কালে কালে কত হবে, যাবে উল্টা ডাঙ্গা
পাল্কী গিয়ে এসেছেন হাল্কা গাড়ী টাঙ্গা।
ক্রমে ক্রমে এক্কা যাবে বড় দুঃখ তাই
সাধ হয় মাঝে মাঝ এক্কা ধাক্কা খাই।

মানুষের কাঁধ ছেড়ে বয়েলের কাঁধ
নাচ্‌তে নাচতে যাচ্চে চ'লে ওই নদের চাঁদ।
গেছে ফার্সী, গেছে উর্দূ, ইংরাজী আর হিন্দি
সাধ ক'রে কি একালেরে এত আমি নিন্দি।
উকীলের ছড়া আর উকীলের গল্প
জানিত অনেক কিন্তু লিখিলাম অল্প।
ছড়া পড়ে পাঠকের হবে মনে জ্ঞান,
সকল উকীল বুঝি নিতান্ত অজ্ঞান।
বিদ্যা বুদ্ধি-বল এত কোন্ শ্রেণী ধরে ?
ছড়া লিখিলাম খালি উপহাস তরে।
শত শত উকীলের কতই সুখ্যাতি
সর্ব্বকার্য্যে অগ্রগণ্য উকীলের জাতি।
দেশের উন্নতি তরে জীবন সঙ্কল্প,
হাসিও সকলে প'ড়ে উকীলের গল্প।
আপনার লোক ল'য়ে আপনিই হাসি,
পর প্রতি নর হয় সতত উদাসী।

বাঙ্গালীর কন্যাদায়।

আজকাল বাবুদের বড় কন্যাদায়
কন্যামুখ দেখে তারা করে হায় হায়।
সন্তান হইলে সুখী সকলেই হয়
স্বভাবের বিপরীত সমাজের ভয়।
কতই যতনে যার কন্যাটী পালিতা
সে চায় দেখিতে তারে ভাল বিবাহিতা।
কন্যা হবে পিতা মাতা ভয়ে নাহি চায়
বেড়েছে সভ্যতা বঙ্গে ইংরাজি শিক্ষায়।
বড় বড় এম, এ, বি, এ গুণি সুশিক্ষিত
বড় বড় বঙ্গবাসী উচ্চ পদস্থিত,
পুত্র বিবাহেতে আনন্দেতে গদ গদ
ফর্দ্দ ফেলে আগে তাতে লিখেন "নগদ"।
দু হাজার নগদ আর দুটী হাজার গয়ণা
না পারিল দিতে আর মেয়ের বিয়ে হয় না
পুত্র বধূ তরে যদি অলঙ্কার চায়
দিতে পারে কন্যাকর্ত্তা, নাহি দোষ তায়।
নগদ চায় কোন্ মুখে, ভেবে নাহি পাই
পুত্রপিতা হ'য়ে বুঝি চক্ষুলজ্জা নাই।
নগদ নিয়ে করে বুঝি বিবাহেতে ব্যয়
কেমনে নির্লজ্জ হ'যে টাকা গুণে নেয়?

পুত্রবধূ নামে যদি প্রেমেসরি চায়
তাতে তবু থাকে মানে, শুনিতে সোহায়।
দেখিতেছি দিনে দিনে সভ্যতার বৃদ্ধি
কন্যাকর্ত্তা কারাগারে দেশের শ্রীবৃদ্ধি !
কন্যাসুখ তরে কেউ করে প্রতারণা
গিল্টির গহণা দেয়, কোথা পাবে সোণা ?
পুত্রের বিবাহ দিয়ে, গিল্টি অলঙ্কার
রাগে অন্ধ হ'য়ে ছি ছি ! জ্ঞান থাকে না আর।
ফৌজদারী আদালতে তখনি হাজির,
বৈবাহিকে জেলে দেয়, হ'য়েছে নজীর।
এমন সমাজ মুখে দাও তুলে ছাই
সভ্য বাবুদের বুঝি বিবেচনা নাই,
পুত্রবধূ ব'সে কাঁদে পিতা তার জেলে
বৈবাহিকে জেলে দিয়ে, কি আনন্দ পেলে ?
কেনবা ইংরাজী প'ড়ে বকা বকি করে
সভ্যতা উড়িয়া যায় ঘরে গেলে পরে।
মিল্টন বেকন সব ফ্যালে গঙ্গাজলে
প'ড়ে শুনে এই হ'ল সভ্যতার ফলে।
ধন হীন বরকর্ত্তা যদি চায় ধন
অবশ্যই তার আছে অর্থে প্রয়োজন।
নাহি তাঁরে দূষি, বল কেনবা দূষিবে,
ধনী কন্যাপিতা তাঁরে ধনেতে তুষিবে।

ক'রে কত অর্থব্যয়, এবে রিক্ত হাত
সুশিক্ষিত ক'রেছেন সুতে মনোমত।
পুত্র করে নাই আজো অর্থ উপার্জ্জন
নির্ধনীরে আনি ওহে দূষিনা কখন।
মাইনে পায় কেউ মাসে একটী হাজার
নগদ চাহিতে মনে লজ্জা নাইকো তার,
বিবাহ খরচ বুঝি বৈবাহিক শিরে
কন্যারত্ন এই জানি, কন্যাদায় কিরে ?
কত সাধ পরিবার ইংরাজী পোষাক
ইংরাজের ভাষা শিখে কত কর জাঁক।
দেখনা ত চক্ষু খুলে সভ্যতা প্রণালী
পোষাক পরিলে সভ্য হয় কি হে খালি ?
কন্যার বিবাহ প্রথা ইংরাজের দেখ
কতগুণ ইংরাজের দেখে শুনে শেখ।
কন্যা বিবাহেতে তারা দেয় শুধু খানা
চায়না নগদ আর চায়না গয়ণা
যার যথা শক্তি দেয়, কেউ বা দেয় না
বরকর্ত্তা টাকা কড়ি কিছুই নেয় না।
পুত্রকন্যা সন্তানেতে আছে কোন ভেদ ?
কন্যাদায় ভেবে তারা করেনাক খেদ।
পুত্রাপেক্ষা কন্যা তারা সকলেই চায়
তাহাদের দেশে কই নাই কন্যাদায়।

কন্যাদায়ে বাঙ্গালীর ভিটেমাটী চাটী
কিছুই হোক্ না, চাই নগদ টাকাটী।
চক চকে চাঁদী চাক্তি মন মলা দূরে
বিয়ে দিয়ে, টাকা নিয়ে, মনস্কাম পূরে।
পুত্রের বিবাহে হন বরকর্ত্তা বড়
কন্যাকর্ত্তা সততই ভয়ে জড়সড়।
তবুও বাঙ্গালী বলে মোরা সভ্যজাতি
ইংরাজেরা করে ঘৃণা, আর মারে লাথি।
ভুলেও ভাবেনা দেশ গেল অধঃপাতে
নগদ টাকা গুণে নাও, ক্ষতি নাইকো তাতে।
মনুতে ক'রেছে মানা কন্যার বিক্রয়
বাঙ্গালীর কৃত শাস্ত্র দেখ বিপর্য্যয়।
আখ্‌খুটে দেশের প্রথা সকলি আখ্‌খুটে
কিবা লাভ হয় বল কন্যা কর্ত্তা লুটে ?
বরকর্ত্তা হেঁকে বলে আমার ছেলে চাও
দেব বিয়ে দু হাজার টাকা গুণে দাও।
এলে ফেল এমন ছেলে কটা বল আছে ?
টাকার কথা আগে কও, বিয়ের কথা পাছে।
যটা পাশ ত হাজার টাকা নেব গুণে
কতই কাকুতি কর কেবা তাহা শুনে,
সত্য এক গল্প বলি শুন দিয়া মন
কন্যার বিবাহ দিতে করিয়া মনন,

কন্যাকর্ত্তা যায় দূরে সম্বন্ধের তরে
খুঁজে খুঁজে শেষে আসে একটী শহরে।
বরের বাড়ীতে আসে দুপুর বেলায়
বরকর্ত্তা ক’সে ক’সে ব’সে গুড়ুক খায়।
ছেলের বিয়ে দেবে তাই ভাবে মনে মনে
এমন সময় কন্যাকর্ত্তা আসে সেইখানে।
দূরে থেকে বলে ডেকে চাও মোর ছেলে
আমার ছেলে এই বার পাশ করেছে এলে।
দিতে পার পাঁচটী হাজার তবে ব’স এসে
নইলে পরে মিছে আসা চ’লে যাও দেশে।
কন্যাকর্ত্তা তামাক খোর হুঁকাপানে চান
কোথাকার চাষা ভেবে অম্নি চলে যান।
ছিল এক মিত্র বুড়ো বড়ই বিদ্বান,
পুত্রের বিবাহ দিতে দশ হাজার চান।
নগদ নগদ আর্বি কথা’ মুখে নাইকো লাজ
অধোগত দিন দিন বঙ্গের সমাজ।
বাঙ্গালীকে ঘৃণা করে সাধে কি ইংরাজ,
কেবলি বকুনি শুনি, কই ভাল কায!
রাজনীতি! চেয়ে দেখ দেশের দুর্গতি
রাজনীতি পরে, আগে সমাজ উন্নতি
বকা বকি ছেড়ে দিয়ে কর ভাল কায
সাম্রাজ্যের চর্চ্চা ছাড়; সংশোধ সমাজ।

মাটীর মানুষ মোরা মাটী ভালবাসি।

মাটীর মানুষ মোরা মাটী ভালবাসি
যত পাই, তত চাই, মাটী রাশি রাশি।
দেখ, মাটী সততই ধরে সমভাব
পাবক পবন বারি প্রকাশে প্রভাব।
পাবক পাগল হ'লে দগ্ধ করে বিশ্ব
নিমেষে সকলি নাশে সব করে ভস্ম।
পবন ক্ষেপিলে পরে প্রচণ্ড প্রবল !
ভয়ঙ্কর রবে চলে, লক্ষ হস্তীবল।
ডুবাইতে পারে বারি দেশ মহাদেশ
বারির বীরত্ব দেখ সাগরে বিশেষ।
মাটীর মলিন ভাব বাহ্যিক সামান্য
স্তরে স্তরে থাকে স্থির, যেন শক্তিশূন্য।
শুষ্ক হ'লে হয় ধূলা জলেতে কর্দ্দম
মাটী কিন্তু মনে মনে নিতান্ত নির্ম্মম।
লক্ষ লক্ষ জীব ম'রে মাটীতে মিশায়
লক্ষ লক্ষ তরু লতা মাটী হ'য়ে যায়।
কে বলে মাটীর ওহে নাহিক ক্ষমতা,
মাটীর অনন্ত শক্তি, অনন্ত মমতা।
আপনার রূপে সবে করে পরিণত,
যারে পায়, তারে খায়, জীব জন্তু যত।

সময়েতে সবে করে স্বায়ত্ত্ব অধীন,
মরিলেই জীব হয় মাটীতেই লীন।
কোটী কোটী জীব মরে, মাটী বাড়ে কত
জীব মৃত্যু, মৃত্তিকার অতি মনোমত।
মাটীত জীবের দেহ আর কিছু নয়
কোটী কোটী জীব দেহে ওই মাটী হয়।
মৃত্যুসনে মৃত্তিকার সম্বন্ধ ঘনিষ্ট
মরিলেই মাটী হয়, যত দ্রব্য সৃষ্ট।
কোথা রাঙা, কোথা শাদা কোথা কাল কাল
এক ভাবে থাকে কিন্তু মাটী চিরকাল।
মাটী ব'লে মানবের মাটী প্রয়োজন
মাটীতে নির্ম্মিত হয় সুন্দর ভবন।
মাটীতে ইষ্টক আর হয় কত টালি,
মাটী পুড়ে হয় লাল, দেয় কত গালি।
মাটীর মানুষ বাসে মাটীকেই ভাল
মাটী দিতে, মাটী নিতে, চায় চিরকাল।
মাটীর বাসন করে কত হাঁড়ি কুঁড়ি
চিরদিন মরে খালি মাটী জুড়ি জুড়ি।
রূপা হয় সাদা মাটী, সোণা পীত মাটী
গেলরে জীবন শুধু মাটী কাটি কাটি।
ধূলো দেখে ভোলো ওরে মাটীর পুতুল,
ধূলো ধূলো ক'রে, তুই খোয়ালি দুকুল।

আত্মীয় মিলিলে কেবা নাহি হয় খুসী
মাটী হই মোরা তাই মাটী ভালবাসি।
ম'রে ম'রে শেষে মোরা মাটীতেই মিশি,
মাটী খাই, মাটী চাই, মাটী দিবা নিশি।
ভুলেও ভাবিনা ওই মাটী সর্ব্বনাশী,
মাটীর মানুষ মোরা মাটী ভালবাসি।
মাটিতেই জন্ম, আর মাটীতেই শেষ
সকলিত মাটী, আমি জানি ওহে বেশ।
কণা কণা ক'রে সৃষ্টি, কণা কণা লয়
বারিকণা, বালুকণা, সবি কণাময়।
এই খানে করি শেষ এ কবিতা-কণা
"বীণা" "কণা", দুই ভগ্নী কবির কল্পনা।

সম্পূর্ণ।